APORIA

March 2024
Issue No.: 1

from Détournement
IACS Literature and
Philosophy Society

APORIA

March 2024
Issue No.: 1

The periodical of
Détournement: IACS Literature and Philosophy Society

Medium Page: https://medium.com@detournement.iacs
Instagram: https://www.instagram.com/detournement_iacs/

Join Us!

Contents

Poems

অমলতাস আজও সুন্দর – সুতীর্থ ভট্টাচার্য্য (MS Student, SMCS)
হিসেব – অনির্বাণ (Research Scholar, SPS)
বহুযুগের ওপার থেকে – মান্দাস বিশ্বাস (BSMS Student, SPS)
জীবনের ক্যানভাস – অর্ঘ্যদীপ পন্ডা (MS Student, SMS)
বিশতলা - স্নিগ্ধদেব রায় (BSMS Student, SPS)
না হাঁটা পথ – সাগ্নিক চৌধুরী (Research Scholar, SPS)
Caught in Itself – Swagato Saha (BS-MS Student, SCS)

Stories

Aibohphobia – Krittika Biswas (MS Student, SAIS)
পাখিদের অঙ্ক – মাধুরী মন্ডল গোস্বামী (Research Associate, SMS)
Unspoken – Pranjal Sengupta (BSMS Student)
কেউ দরজা খোলেনি – প্রীতম বৈদ্য (BSMS Student, SCS)
Smiles, Souls and Flags – Arjo Dasgupta (BSMS Student, SPS)
অচিন পাখি – ঋতপ্রিয় প্রধান (BSMS Student, SPS)

Essays

অপু বনাম সিদ্ধার্থ – কৌস্তভ চক্রবর্তী (Research Scholar, SPS)
My Testimony to Music – Kanad Bhaumik (BSMS Student, SPS)
Le voyage de la vie! – Shamitava Roy (MS Student, SMS)
Philosophies are Irreducible Language-Games – Pritam Sarkar (BSMS Student, SPS)
Podcasting - An Emerging Trend in India – Swapnamoy Ganguly (BSMS Student, SCS)
Toddysy Romantic – Adriraj Talukdar (BSMS Student, SMCS)

Notes from our Sessions

On the (Slow) Death of God – Arjo Dasgupta
Subjectivity and the Unconscious – Swagato Saha

Epilogue

Who is a Reader – Adriraj Talukdar

Editorial

You have before you the first issue of *'Aporia'*, the periodical magazine of *Détournement*, the Literary Society at IACS. Make yourself comfortable and prepare to take in the words penned by your peers from across the institute.

Who are we? – We, as 21st Century people, would like to think that we have all the answers. The irresistible, irreversible spread of information across networks which span the globe have kept us wrapped in the warm blanket of familiarity. We live in the best of all worlds, we know that whatever we want is only a few keystrokes and clicks away. Drowning in information and starved of meaning, *'Aporia'* suggests an honest inquiry into this human condition, finding the precious dots… in verbose abyss, wherein to critically reflect.

For are we not increasingly confronted by the fact that whatever we know to be true today may well be wrong?

As people engaged in the study of nature, the prospect of being wrong is something we engage with on a day to day level. It might even be argued that a revulsion to error would lead the scientific project to come to a standstill. The warm blankets of familiarity more often than not turn out to be fetters of the mind. To quote Noam Chomsky, "Willingness to be puzzled by what seem to be obvious truths is the first step towards gaining understanding of how the world works."

Our task at *Détournement* is to be puzzled, to ask why and then ask why again. We are aiming to create a space for in-depth conversations and exchange of ideas through an engagement with the written word. We believe that such a space is necessary because the thoughts that we all have often scatter and tear away from us before they acquire any structure – we are working towards building an environment which allows that structure to develop through dialogue and criticism.

Part of that very endeavour, *'Aporia'* invites all kinds of literary work, prose, poetry, essays and critical reviews from the wider community of IACS. We shall also summarise some of the discussions that we have been having in our meetings.

We are very grateful to all our peers who have contributed their writings and made this first issue possible. To you, dear reader, we hope you've found a comfortable place to sit and think, as you flip through these pages. May these words spark a thousand detours, and may a thousand arguments ensue!

Happy Reading!

We invite comments and letters to the editor. Please write to us at detournement.iacs@gmail.com

সম্পাদকীয়

আমরা, আইএসিএসের শিক্ষার্থী-গবেষকদের নিজস্ব দর্শন ও সাহিত্য সংঘ Détournement, আপনাদের সামনে পেশ করছি আমাদের পত্রিকা Aporia এর প্রথম সংখ্যা। আমাদেরই বন্ধু, দাদা-দিদি, ভাই-বোনেদের সৃজনশীল ও মনোজ্ঞ রচনাগুলিকে সংকলিত করে গড়ে উঠেছে এই পত্রিকাটি।

আজকের তথ্যপ্রযুক্তির যুগে চারিদিক থেকে তথ্যের খরস্রোতে আমাদের এমনটা মনে হয়ে থাকতে পারে যে আজ দুনিয়ার জ্ঞান হাতের মুঠোয়। আমরা যা চাই, কিবোর্ডের কয়েকটি বোতাম টিপলেই তা আমাদের সামনে হাজির হবে। এমন অনুকূল অবস্থা মানবসভ্যতার ইতিহাসে কখনও কি ছিল?

হ্যাঁ, তথ্যের অভাব তো নেই, কিন্তু অর্থ কি আছে? নাকি প্রবল স্রোতস্বিনী তথ্যনদীতে আমরা ডুবন্ত নাবিক বনেছি? সেই পরিস্থিতিতে অর্থের খড়কুটো ধরার চেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য।

সর্বোপরি আমরা যারা বিজ্ঞানের ছাত্র, অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করেও নিজেদের সবজান্তা মনে করতে পারি না। ত্রুটি-বিচ্যুতি, জিজ্ঞাসা, সন্দেহ ও সংশোধন বিজ্ঞানের পাথেয়। আর আমাদের পাথেয় অবাক হওয়া, কারণ খোঁজা এবং খুঁজেই চলা - আজকের জীবনের অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে কার্যকারণের জটিল জালিকার আন্তরিক সম্মন্ধগুলো উদ্ধার করে।

সেই পথেই আমাদের এক মাধ্যম Aporia - যা শুধু সাহিত্যিক আনন্দমীমাংসা নয়, গভীর চিন্তনের উদ্রেক ঘটাতে এবং কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ আদির মধ্য দিয়ে যাপিত জীবনের নির্ব্যক্ত সুক্ষ্মতাকে তুলে ধরতে নিজেকে একটা যোগ্য মঞ্চ হিসেবে গড়ে তুলবে।

এই অভিযানে সকলের ভালোবাসা, সমর্থন ও যোগদান আশা করি এবং শিক্ষার্থী গবেষক সকলের উৎসাহী এবং সংহত অংশগ্রহণের সাফল্য কামনা করি....

ধন্যবাদান্তে,

সম্পাদকমন্ডলী

Adriraj Talukdar (BSMS Student, SMCS)

Arjo Dasgupta (BSMS Student, SPS)

Pritam Sarkar (BSMS Student, SPS)

Sagnik Chaudhuri (Research Scholar, SPS)

Swagato Saha (BSMS Student, SCS)

POEMS

অমলতাস আজও সুন্দর

সুতীর্থ ভট্টাচার্য্য

চেনা চায়ের দোকান, পরিচিত মালকিন,
খুব আপন চায়ের ভাঁড়,
ঘন দুধের চা আর গোল্ড ফ্লেকের ধোঁয়া।
এখন কেবল কিছু অচেনা মুখ
এদিক ওদিক যন্ত্রের মতো মাথা নাড়ায়।

একদিন কি আমিও এসেছি এখানে?
ঠিক ভুরুর উপর একটা চিনচিন ব্যথা
সব কেমন উল্টে পাল্টে যাচ্ছে।
না না, আমিও এসেছি এখানে।
চোখে চোখ রেখে হেসেছি অনেক।

তবে তরঙ্গ উঠে না কেন?
ভিড়ের মাঝে নিঃস্ব কেন লাগে নিজেকে?
হাহাকার উঠে থেকে থেকে
নিঃশব্দ চিৎকারে ফেটে যায় বুক।
ওদের কঠিন, সাদা চোখ ফেরে না।

তুমিও কি তাকাবে না আমার দিকে?
তোমার কোমল নয়নও কি আজ কঠিন, সাদা?
কতকাল দেখিনি তোমাকে স্রোতস্বিনী --
ছুঁইনি তোমার চিবুক, দেখিনি ওই স্বল্প
বাঁকা ঠোঁটের সুমধুর হাসি।

সশব্দে ছুটে গেছে ট্রেন বহুদিন আগে
সোনাঝুরির জঙ্গল হয়েছে ঝাপসা
শীতের রাতে জ্যাকেটের ওমে, সাইকেলের প্যাডেলে
হারিয়ে গেছে রতনপল্লী, শ্রীনিকেতনের পথ।

যুদ্ধ শেষ। অমলতাস আজও সুন্দর।

হিসেব

অনির্বাণ

শাপলা ফুলের লতায়, নৌকার দাঁড়,
ভুল হিসেবে জড়িয়ে যেত অনেকদিন।
অনেকদিনই এমনটা হতো,
যখন পুরনো শহরে শীতের ধুলোর সাথে,
সূর্য নেমে আসতো, ক্লান্ত রাস্তার বুকে।
যত্ন করে, ফুল, সাদা গোলাপী বেগুনি,
মিশে যেত রাতের অন্ধকারে,
আর নৌকা অপেক্ষা করতো কাল ভোরের।
তখন, আমি অযত্নে আকাশগঙ্গার ছায়ায়,
স্থির, জীবিত, গত সন্ধ্যার স্মৃতিতে ম্লান।
এমনটা অনেকবার হবার পর,
নদীর পাড় ভাঙতো সাগর বুকে,
আর আমি বরফ জমাতাম পাহাড় চূড়ায়।
এমনটা অনেকবার দেখার পর,
আমার খেয়াল হলো, আমার গায়েও,
রোদ পড়ে, পাতার ছায়া হিজিবিজি কাটে,
অল্প সময়ের জন্যে উলকি কাটে,
সিঁথির রেখা ধরে আদর করে,
আঙ্গুল বুলিয়ে দেয়।
এখন শহরের বঞ্চনা ত্বকে শুকিয়েছে,
আর তার পরিধি ধরে আমার যাতায়াত।
এখন সন্ধ্যে নামে অনেকদিনই,
আর মাঝে মাঝে পাড় ভাঙ্গে, বাড়ির সাথে।
আমি হিসেব রাখি না,
পাহাড় চূড়ায় বরফ জমাই খালি।

বহুযুগের ওপার হতে

মান্দাস বিশ্বাস

সে এক ভাস্কর বাস করে আমাদের গ্রামে –
অনাদি কাল হতে।
সে এক ভাস্কর আছে আমাদের গ্রামে,
মূর্তি গড়ে অনর্গল, স্থাপত্য ভাঙে অনবরত।
যেভাবে মেঘ ভাঙে বৃষ্টি, বৃষ্টি ভাঙে জল,
জল ভাঙে মাটি, আর মাটি ভাঙে চেতনা,
সেভাবেই পাকদণ্ডী বেয়ে নেমে আসে সে এক ভাস্করের হাত –
না ফিরে দেখে সে ছেনে তোলে ভবিষ্যতের প্রত্নতত্ত্ব,
মহেঞ্জোদাড়োর পাকপ্রণালী বেয়ে শ্বাপদের দাঁতের মতো প্রাচীন গর্ভ –
সে গর্ভচেতনাকে ধুলোর বাঁধনে মূর্তমান করে সে এক ভাস্কর।

আর আছে এক সুনন্দা।
ফড়িংয়ের ন্যায় ভালোবাসা পায় সে সুনন্দা।
যে যোনি রক্তাক্ত হয় স্রোতের আলপনাধারায়
সেই স্রোত সে সুনন্দাকে ব্যোমগামী করে, পরিচিত করে
অগ্নিলোলুপতার সঙ্গে।
হাওয়া ছোটে গতির বিরুদ্ধে, শরীরে ঘাম
সে এক সুনন্দা নারীর কমনীয়তায় এখনো ভিত্তিগত কঙ্কালের ওপর,
মাংসকে বন্দী করে রাখে।
যদি কিছু থাকা প্রত্যাশা করে ভ্রূ-মধ্যে কূপ খোঁড়ে
নতুন আশায় স্পর্শকে পুরাতন করে তোলে,
মানুষের চোখের লালিমায় চমকে দেয় সে এক প্রাগৈতিহাসিক চাকচিক্যে।
বন্যপ্রাণীর মতো মাপা প্রফুল্লতায় পৌঁছে দেয় মুঠোর মধ্যে গোপনীয় হৃদপিণ্ডে।

অতিকায় এক সুতনুকা, সে বাস করে আমাদের গ্রামে।
বিন্দু-বিন্দু মূর্তিতে আয় আত্মারাম ফিরে আয়
নিজেকে নিহত করে আমার হাতে আশ্রয় নে
সে এক ভাস্কর অনর্গল ভেঙে-গড়ে চলে
অঙ্গুষ্ঠ রূঢ় নিতম্বুরায় স্থাপন করে।
সঙ্গীত শব্দকণিকার একীভূষণ করা এক কার্পাস।
তাই ধুলোর মতো শব্দকণিকায় ছুটে চলা নিহিত করে সে এক ভাস্কর।

তৃষ্ণানালীর আদর মিশে থাকে বুভুক্ষুর আর্ত জলপানে,
নদী বয়ে চলে অভীষ্টের সন্ধানে তাই।
বিগ্রহের মাথা লবণাক্ত বায়ুতে ভাঙতে ভাঙতে বদলে যায়,

ভাস্কর্যে আওয়াজ হয়, ভগবান গুঁড়ো হয় আবার ফাটলের আশায়।
সে এক ভাস্কর পাথর খায়, পেশিকে খায় স্নায়ু,
সৃষ্টির তৃষ্ণা আর তৃষ্ণানাশক বড়ি।

তারপর একদিন, নিয়তির নৈর্ব্যক্তিক নিয়মে প্রাগাধুনিকতা মিশে যায়
চিরাচরিততায়। সে এক সুনন্দা, সে এক সুতনুকা
ভাষাতীত হয়ে মিশ্রিত হয় সে এক ভাস্করের শরীরে।
আদিমরসে সিক্ত হয় দু'জপ্ন, অর্ধচেতনায়।
নক্ষত্রের ডানা কখন পাখির ডানা হয়ে যায়, বোঝা যায় না।
সে এক ভাস্করের সুঠাম মাংসপেশি রক্ত দেয় তার দেবতাস্ম দেবদাসীর মূর্তিতে,
ঠোঁটে অমর হল চুম্বন, সৌন্দর্য লুকিয়ে মিশে তার বিস্রস্ত চুলে। পূজার ডালিতে
সাজিয়ে দেয় তাঁর গঙ্গোত্রী যোনি
গুহামধ্যে অদক্ষ অদম্য অপ্রতিরোধ্য হাতের স্মৃতি হয়ে থাকে
গুহাগর্ভ পরিণত হতে মন্দিরে, পায়ের পাতায় প্রথম সঙ্গমজাত
নদী এখনো চির-বহমান।
সে এক সুনন্দা পায়ের পাতায় রক্তছাপ রাখতে রাখতে মিলিয়ে যায় ভাস্করে, আঁধারে।
হাজার হাজার বছর অতঃপর মুছে গেলো, লক্ষ লক্ষ ভোর জন্মে মরে গেলো।

থামেনি কখনো গড়া, কী করে থামবে? গড়বার কাজ চলছে,
কেউ কেউ তাকে পরাবাস্তবও বলছে।
যেভাবে মাধ্যাকর্ষণ জন্ম নেয় কোটি আলোকবর্ষ দূরে দুই নক্ষত্রের অবৈধ প্রেমে,
যেভাবে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গা পায় মাটি,
সেভাবে এক অভিযাত্রীর দল পৌঁছে গেলো গুহামধ্যে, মন্দির সন্ধানে।
জীবাশ্ম-ভ্রমরের বুকে তখনো কুমারী-শোণিত।

পাথরে ঠুকে-ঠুকে এখনো বোবাজিভ ভাস্কর খোদাই করে চলে রক্তসুতনুকাটিকে।
গুহার ভিতর লুপ্ত নীল চিত্ররূপকথা দেখে তারা চমকিত হয়।
একটি পাথরে অদূরে শব্দের আতর মেখে গাঢ় স্বপ্নে
নির্বিবাদে বিভোর দু'হাজার বছরের চকচকে ঘাম।
শাশ্বত হ্রদের হস্তক্ষেপ এখনো জীবিত তাতে।
কর্ষিত মাটির সদ্যপ্রাণলব্ধ কবিতার ঘষায় পাথরে ভোঁতা হয় অভিযাত্রীর নখ,
আবিষ্কার করলো তারা উরু, চুল, কটিদেশের সমস্ত রোমাঞ্চ
পাথরে অক্ষর হিসেবে খোদাই করেছিলো সে এক ভাস্কর।
যেভাবে রক্তাক্ত যোনি রক্তধারা হয়েছিলো আখেটিক পাথরে।
প্রতিপাতা ঘাস, সে এক সুনন্দা আজও পায় সুবাস
পরিচিত হয়ে যে আজও অপরিচিত থেকে যেতে পেরেছে মুক্ত গুহামুখরতায়।
প্রশ্ন ওঠে, "কী অক্ষর ছিলো পাথরে ?"
"কামনা করেছে সুতনুকা কাব্যবিষজর্জরিত দেবদাসী,
রূপদক্ষ দেবদিন্ন, বারাণসীবাসী ।"

জীবনের ক্যানভাস

অর্ঘ্যদীপ পন্ডা

এই নবীন প্রভাত বেলায়,
মনে আজ আগমনীর উত্তেজনা,
মুছে গেছে শারীরিক গ্লানি
নতুন সূর্যের উপস্থিতি করছে ,ক্লান্তির অবমাননা।
প্রকৃতির পবিত্র চুম্বনে,
ফুটেছে অজানা এক স্বর্গীয় শোভা।
লতাপাতার সবুজ ঘ্রান, পাখিদের কিচির মিচির,
রং তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চাই এই ছবি, আজ আমার মনে ক্যানভাস এ।
বাউল গান গেয়ে দাঁড় বেয়ে চলেছে মাঝি, অন্ধকার ইতিহাস খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চোখ।
মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যান খুঁজে বেড়ানোর স্মৃতি
আজ তাজমহলের গুপ্ত কুটুরিতে বন্ধ হোক।।
আকাশে সূর্যের আলো নিচ্ছে অবসর,
পাখিদের কলরব আরো হচ্ছে ক্ষীণ ও করুণাময়,
কয়েকটি পাখি বট গাছের শাখায়,
এসে তারা তাই নিচ্ছে আশ্রয়।
হেঁটে চলেছি পরিত্যক্ত এক ট্রেন লাইন দিয়ে,
হাঁটতে হাঁটতে আমি বড়ই ক্ষুদার্ত ও তৃষ্ণার্ত,
পথ যেন কাঙ্খিত গন্তব্যে যাওয়ার পথ হারিয়ে ফেলেছে,
ঝোড়ো হওয়ার সাথে আকাশ গর্জে উঠছে চারিদিকে।
প্রাণজোড়ানো হাসি মুখে আসবে সে,
বসবে আমার পাশে, শোনাবে হিংসুটে এক অমাবস্যার গল্প,
ওষ্ঠ এগিয়ে চুম্বন এঁকে দিবে আমার তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে,
সেই হবে আমার পথ চলার জীবন সঙ্গিনী।
ক্লান্তির কুয়াশায় বেষ্টিত আমি আজ,
কাঁটা দিয়ে তৈরী শয্যা আজ আমার ই অপেক্ষায়,
নিদ্রাদেবীর কোলে মাথা রেখে,
ঘুম ধরে যায় মেটামরফোসিস এর চিন্তায়।
একজন সুপ্রিয়া কোহিনুর ,অপরূপা এসে
নিদ্রা ভঙ্গ করল রাত্রির অন্তিম ক্ষনে।
ঘুমের মায়াজাল থেকে জেগে , দেখি বেখাপ্পা ছিঁড়ে যাওয়া জুতাটা
এখন ও আমার পরনে।

বিশ তলা

স্নিগ্ধদেব রায়

বৃষ্টি গেছে থেমে
কালো মেঘ সরে গিয়ে আকাশে উঠেছে রামধনু।
এই বিশ তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে
শহরের দৃশ্যটা আজ বেশ আলাদা লাগছে,
যেন হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্য ফিরে পেয়েছে,
এক অদ্ভুত মুগ্ধতায় সেজে উঠেছে এই শহর।
চোখের সামনে আজ যেন বড়ই ক্ষুদ্র সবকিছু
যেন শ্রাবণের এক বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে এই শহরের সব গ্লানি —
হয়তো তাই আজ মর্ত্যের চেয়ে স্বর্গ বেশি কাছের।
আজ আর নেই কোনো অশান্তির চিহ্ন —
নেই কোনো ক্ষুধার ক্রন্দন
নেই কোনো মুমূর্ষের আর্তনাদ
নেই কোনো ক্রোধ-হিংসা।
থেমে গিয়েছে সব কোলাহল ;
কেবল রাস্তার ধারে কাদায় বসা
নগ্ন ভিখারী শিশুর কান্না তখনো থামেনি !

না হাঁটা পথ

সাগ্নিক চৌধুরী

(কবি রবার্ট ফ্রস্টের ‘The Road Not Taken’ কবিতা অবলম্বনে)

হলুদ বনে বিভক্ত হয়েছে দুই পথ
দু পথেই না যেতে পারার শোক ছিল মোর অন্তরে,
একলা পথিক আমি, দাঁড়িয়ে দেখেছিনু ঠায়
একটি পথকে যত দূরে চোখ যায়
যেখানে তা নিয়েছে বাঁক ঝোপের ভিতরে।

গেলাম অন্য পথে, সেটিও তেমনই সুন্দর
বুঝি তার প্রতিই মোর বেশি ছিল টান
কারণ তা ছিল শ্যামল এবং অক্ষত,
কিন্তু সেই পথ ধরে এগোলাম যত
বুঝিলাম দুটি পথই প্রায় যে সমান।

সমভাবে দুটি পথ পড়ে ছিল সে ভোরে
কোনও পায়ের কালো ছোপ ছিল না পাতায়,
প্রথম পথকে রেখে এলেম অন্য দিনের তরে
যদিও জানি আসে পথ পথেরই পরে
হায়, আর কি ফিরে আসব হেথায়।

বলিব এ কথা দীর্ঘশ্বাস ফেলি মনে
বহু সুদীর্ঘ বৎসর করি পার –
দুটি পথ বিভক্ত হয়েছিল বনে,
যে পথে পথিক কম, বেছেছি জীবনে
তাই আজ এ পার্থক্য অপার।

“Caught In Itself”

Swagato Saha

O' words I was told are treasures to behold,
Whence wise we wake to the blood that flows,
In sour guts, in sore limbs - o' wonders we wreathe!
No more'd rage stars, no less'd flesh breathe.

Yet what troubles belie my utterance vain?
To those I court in sincere exchange;
And silence that veils the earful array,
Seems never quite to sense that all I say.

Shall I fear for lore that stood so fragile,
On phony discerns all this weary while?
Or to weep for pages that perish unfound?
Dismissed by whims whilst jeers abound...

O' words of the world dispersed thou be -
And I paint figures inane!
That tangle as nails on defiant strings,
While wisdom's buried in chains.

STORIES

AIBOHPHOBIA

Krittika Biswas

It's not easy being alive. But it's not any easier being dead either. Now you are going to argue what would I know!

Well let me tell you, after being dead for over a decade, you grow tired of being dead. You are not going to know in which step of the corporate ladder in afterlife you'll end up when you're slitting your wrist. Or once you're in front of the main gate, whether a scammer will pick you up and send you to a shady place down-town to become a therapist for the newcomers! That bastard told me I was gonna collect some good merits by doing voluntary work and it'd push me up to the top in the list of becoming a permanent office staff at the Headquarters cause his fifth cousin was the chaperone of the right hand man of archangel Michael. You know, not getting a permanent job was what sent me to the afterlife in the first place.. so you tell me, would you have given up on such a golden offer??

If you are saying yes, you are lying. Also, right after you die, your head feels fuzzy like you're on crack and trust me, I'm not stupid. I take pride in the fact that I am the best scammer in this business now. Would I be able to do that in just ten years if I was stupid?

Okay, who am I kidding, it was a stupid thing to do. I'm stuck in here while the other guy I came through the door with became a cupid last week. Granted being a Cupid is not even that cool and they are the most traumatized kind among angels, but still, it's a permanent post with retirement benefits. He'll work for a few millennia and then collect his merits to go take a vacation somewhere or something… I don't exactly understand how this thing works actually. Bottom line is that it's a permanent job and my parents will be disappointed again if they come up here and see me doing this.

In fact, it's weird how they were not here already. Ten years worth of time should roughly be around a hundred years on earth. No… they definitely should have been here already… and the scammer guy told me he'd send all the traumatized ones my way!

Don't judge my judgment cause I'm trusting the scammer guy. He's the only one I know around here really. And he's the only one I remember…
Wait. Why is he the only one I remember?
Oh hold on a second, I think I have a customer coming in – ah sorry, it's no one. The door knobs need some fixing, you see? It's been too long.
So like I was saying, It's not easy being alive. But it's not any easier being dead either. Now you're going to argue what would I know!
Well let me tell you, ….

পাখিদের অঙ্ক

মাধুরী মণ্ডল গোস্বামী

আজ মনটা ভালো নেই ছোটনের। ইস্কুলে পবন আর বরুনের ঝগড়া হয়ে গেছে। তাই ছোটনদের দলটা ভেঙ্গে গেছে। খেলাটাও জমছেনা। একসাথে কোনো আলোচনাও করা যাচ্ছেনা। ছোটন জানে, ব্যাপারটা তেমন কিছু না, ক'দিন পরেই আবার ভাব হয়ে যাবে। কিন্তু আসল কথাটা অন্য জায়গায়। তার মাথায় একটা ভাবনা খুব পীড়া দিচ্ছে। কেন যে এমনটা হয়, সামান্য কারণে মানুষ যে কেন ঝগড়া করে? ভাবছে আর ভাবছে।

এমন সময়ে দেখল, ছোটকা বাগানে কি করছে। ছোটকা আজকাল নানান প্রাণীদের দল নিয়ে খুব মেতে উঠেছে। দলবদ্ধ প্রাণীদের দেখলেই খাতায় নানান তথ্য লিখে রাখছে। তারা কি করছে, কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কেমন করে যাচ্ছে, কিভাবে খাবার সংগ্রহ করছে, কিভাবে একজন আর একজনের সাথে যোগাযোগ করছে। এইসব নানান তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে খাতায় লিখছে। মাঝে মাঝে ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ছবিও তুলে রাখছে। যাতে পরে আরো ভালো করে দেখতে পারে। ছোটকা বেশ মজার মানুষ। কোন কিছু নিয়ে মেতে গেলে তার গভীরে ডুবে যায়। সেখান থেকে অনেক তত্ব বের করে দেশি বিদেশি নানা পত্র পত্রিকায় ছাপে। মাঝে মাঝে এইসব নিয়ে এত গভীরে ভাবে যে ডাকলেও সারা দেয়না। সবকিছু খুব ভালবেসে করে। অনেক যত্ন দিয়ে করে।
ছোটকা বাগান থেকে ফিরছে। ফিরে এসেই বললো ... কি রে, মুখটা এমন বাংলার পাঁচের মতন করে বসে আছিস কেন? কি হয়েছে?
আচ্ছা ছোটকা, মানুষ ঝগড়া-মারামারি করে কেন বলতো?
তুই তো সাংঘাতিক প্রশ্ন করেছিস ... এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন।
প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে, এখনও যে উত্তরটা পেয়ে গেছে এমনটা মনে হয় না। দার্শনিকরা এই প্রশ্নের নানারকম উত্তর দিয়েছেন। ডারউইন সাহেব জীববিজ্ঞানের দিক থেকে একটা উত্তর খাড়া করার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু সেটাও যে সবাই মেনে নিয়েছেন তা নয়। তবে এটুকু তো বুঝতে পারিস, সবাই কিছু না কিছু সুবিধে পেতে চায় সব সময়। তার জন্যেই হয়তো এই ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট-মারামারি।
বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল ছোটকা... কিছু একটা ভাবছে... দূরের মাঠটার দিকে তাকিয়ে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে , ছেলেরা খেলা শেষ করে বাড়ি ফিরে যাবার আগে নিজেদের মধ্যে গল্পগাছা করছে।
ছোটকা বললো ... এসব কঠিন প্রশ্ন এখন থাক...তোকে বরং একটা গল্প বলি। সেখান থেকে তুই হয়তো তোর মত করে একটা উত্তর পেয়েও যেতে পারিস।
গল্পের কথায় সোজা হয়ে বসলো ছোটন। ছোটকার গল্প গুলো খুব মন দিয়ে শুনতে হয়। সেগুলো খুব আকর্ষণীয় আবার অনেক নতুন তথ্যও দেয়। ততখনে মা চা দিয়ে গেছে ছোটকাকে। চা খেতে খেতে গল্প শুরু করবে ছোটকা।
এমন সময় দেখা গেল সামনের নারকেল গাছটার গোড়ায় একদল ছাতারে পাখি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা নিয়ে হইহল্লা করছে। ঝগড়া করছে, না আনন্দ করছে বোঝা ভারী মুশকিল! ছোটকার চোখও এখন ওই পাখিগুলোর দিকেই।
আচ্ছা বল তো, পাখি গুলো এত চেঁচামেচি করছে কেন?
কেন আবার, ঘরে ফিরে যাওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে একটু গল্প-গুজব করে নিচ্ছে বোধহয়!

সেটা হতেই পারে, তবে অন্য একটা কারণেও ওরা ওই রকম হইচই করে। শুধু ওরাই নয়, যে সব পাখি দল বেঁধে থাকে, তারা প্রায় সবাই দেখবি ওই রকম করে।
কিন্তু কেন ?
ওরা দল বেঁধে খাবার খুঁজতে বের হয়। কেউ যখন খাবারের সন্ধান পায়, তখন সে ডাক দিয়ে জানিয়ে দেয় বাকি সবাইকে। এই রকম করতে থাকে সবাই, শুধু একজন নয়। খুঁজতে থাকে আর খুঁজে পেলেই জানিয়ে দিতে থাকে সবাইকে...পেয়ে গেছি...পেয়ে গেছি। আর সেই অনুসারে পুরো দলটা তাদের পরবর্তী গতিপথ ঠিক করে ফেলে। সেইটা তারা ঠিক করে সমস্ত দলের প্রত্যেকের জানা তথ্য একসাথে নিয়ে বিশ্লেষণ করে। আর পুরো দলটা সেই দিকে চলতে থাকে, যেদিকে গেলে সবার জন্যে বেশি খাবার মেলে। ওরা তখন সবাই মিলে যেন একটাই অস্তিত্ব হয়ে যায়, আলাদা আলাদা পাখি আর থাকে না।
বলো কি? এ তো বেশ জটিল একটা ব্যাপার।
ঠিক তাই...শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা যখন ব্যাপারটা আরো একটু তলিয়ে দেখলেন, বুঝতে পারলেন পাখিদের এই খাবার খুঁজে বের করার পদ্ধতিটা কৌশল হিসেবে বেশ ভালো, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে 'এফিসিয়েন্ট এলগরিদম'। মানে, তুই যদি কোনো কিছু খুঁজে বের করতে চাস, তাহলে এটা খুব-ই ভালো একটা উপায়। বিজ্ঞানীরা এবার একটা দুঃসাহসিক চেষ্টা করলেন। Kennedy, Eberhart এবং Shi নামে তিনজন বিজ্ঞানী বসে গেলেন একটা অদ্ভুত কাজ করতে। তাঁরা দেখতে চাইলেন, এই পদ্ধতিটা আমরা মানুষেরা নিজেদের সমস্যা সমাধান করার কাজে কোনোভাবে লাগাতে পারি কি না। প্রথমেই তাঁরা পাখিদের ব্যবহার করা এই কৌশলটা অঙ্কের ভাষায় রূপ দিলেন । তুই তো জানিস, বিজ্ঞানের সমস্যাগুলো অঙ্কের ভাষায় প্রকাশ করলে সমাধান করাটা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে একটা গোল বাধলো। তাঁরা দেখলেন, অঙ্কটা এত বড় হয়ে যাচ্ছে আর এত বেশি ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে যে সেটা হাতে কষে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না। তখন দুজনে মিলে বিস্তর খেটেখুটে একটা 'কম্পিউটার এলগরিদম' বানিয়ে ফেললেন, যাতে অঙ্ক কষার কাজটা কম্পিউটারকে দিয়ে করানো যায়। তাঁরা এর নাম দিলেন Particle Swarm Optimization। Swarm মানে হলো দল, আর optimization হলো কোনো কিছুর মধ্যে সবচেয়ে ভালো জিনিষটাকে খুঁজে বের করা। এই সবচেয়ে ভালো বা সবচেয়ে খারাপ অথবা সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ছোটকে খুঁজে বের করার ব্যাপারটা বিজ্ঞানের জগতে খুব দরকারি একটা কাজ। আর শুধু বিজ্ঞানেই বা কেন, আমাদের রোজকার জীবনেও কি কাজে লাগে না? এর জন্যে নানান রকম নিয়ম বিজ্ঞানীরা বের করেছেন, আরও নতুন নতুন নিয়ম বের করার কাজ এখনও চলছে সমান তালে। যাই হোক, আমরা আবার ফিরে যাই পাখিদের কথায়। দেখা গেল, পাখিদের খাবার খুঁজে বের করার এই বুদ্ধিটাকে কাজে লাগিয়ে কম্পিউটার দিব্বি অনেক কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারে। খুব কঠিন কঠিন খোঁজাখুঁজির যেসব কাজ আমরা এতদিন করতাম জটিল অঙ্ক করে, তার বেশির ভাগটাই করে ফেলা যাচ্ছে এই নতুন নিয়মে। এমন কি এ-ও দেখা গেল, যেসব জায়গায় অনেক অঙ্ক কষেও এতকাল কিছু করা যেত না, এমন অনেক জায়গাতেও এই বুদ্ধিটা দিব্বি কাজে লেগে যাচ্ছে।
ছোটন এতক্ষন শুনছিল চোখ বড়ো বড়ো করে...এবার আর চুপ করে থাকতে পারলো না...
তার মানে, তুমি বলছো, মানুষ যে সব কাজ করতে পারে না, মানে এতকাল করতে পারছিলো না...সেসব কাজ ওই পাখিদের বুদ্ধিতে হয়ে যাচ্ছে?
শুধু হয়ে যাচ্ছে তাই নয়, সহজেই হচ্ছে। তাই সবজায়গায় না হলেও কোথাও কোথাও তো তোর কথাটা সত্যিই। তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, কাজটা কিন্তু কোনো একটা পাখি করছে না, সবাই মিলে দল বেঁধে করছে।
এই পর্য্যন্ত শুনেই ছোটন হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো...
পেয়ে গেছি...পেয়ে গেছি।
আরে বোস বাস...আর্কিমিডিস এর মতন লাফাচ্ছিস কেন? তুই আবার কি পেয়ে গেলি?

আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি ছোটকা।
কি রকম?
যদি একসাথে কাজ করা যায়, আর সবাই যদি সবার কথা ভেবে কাজ করে, শুধুই নিজের কথা না ভেবে, তাহলেই কাজটা খুব সহজ হয়ে যায় আর সবার জন্যেই সেটা ভালো হয়। পাখিরা এটাই করে। কিন্তু মানুষ এটা সহজে বুঝতে পারে না। বিজ্ঞানীরা হয়তো পারেন, কিন্তু আমরা ছোটোরা, সাধারন মানুষেরা পারিনে। তাই আমরা নিজেদের মধ্যে মারপিট করেই চলি।
দারুণ বলেছিস।...ওরা যে প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি থাকে। তাই ওরা বুঝতে পারে কেমন করে চললে সবাই মিলে ভালো থাকা যাবে। আমরা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু নিজে ভালো থাকতে চাই, তাই আমাদের ভালো থাকাটা আর কিছুতেই হয়ে ওঠে না।
সন্ধ্যের অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। পাখিগুলো এবার গাছের ওপরে উঠে পড়েছে কিন্তু তাদের কিচির-মিচির থামেনি। সেই দিকে চেয়ে ছোটনের জীবনে এই প্রথমবার মনে হলো, তাহলে কি ওরাই বেশি বুদ্ধিমান, অন্তত মানুষের চেয়ে? সে অনুভব করলো বাইরের অন্ধকার ঘন হয়ে আসলেও তার মনের অন্ধকারটা কেটে গেছে। সেখানে এখন রোদ ঝলমল।

Unspoken

Pranjal Sengupta

Somehow, I always knew that it was a bad idea, that it was never meant to last.
I was in the 9th grade back then. Every year, our class was divided into several sections using a process more complicated than YouTube's algorithm. Anyways, I was in Class 9E. I had studied with almost all of the other students at least once during my last eleven years in this school. Rishika was no different. We were in the same section back in the 5th grade. She was quite a pretty girl, and didn't talk much, or at least that were the vibes I got from her; I never had a single conversation with her before. And this trend continued for the first two months of that year. I mean of course, I had to have "conversations" with her since she was the Prefect of our class and I used to organise various events at our school. But she was more like a classmate rather than a friend.

In the month of April, we had our Mock Parliament sessions. Everyone was busy lobbying and sweet-talking to each other to join their "parties". At that time, it was quite known that she had been spending her time with one of my classmates, Rahul. Rahul was a fitness freak and it was not surprising that most of the girls of our school including our juniors had a crush on him. He was also the White House Captain. Rahul and Rishika always used to stay together but in the Mock Parliament sessions, Rahul in spite of being in a neutral party chose to support the party against the one in which Rishika was assigned. I, on the other hand, supported Rishika's party, not because of the fact that she asked me nicely, but because I really supported the stance taken by the party on the particular topic of the debate.

Rishika and I started playing badminton together; and I would say we made quite a nice team. Things were nice. She and I became friends.

That year, our school was participating in an Inter-school Cultural Event that was supposed to take place in Kolkata. I was there as a vocalist and she was there too, participating in the accompanying dance performance, albeit not known to me back then.

Two days before the program, we had a stage rehearsal at the auditorium in our school. The moment I saw her entering the auditorium, it was like the entire place lit up. She was the most beautiful girl I had ever seen. I was so stunned by her beauty that I just kept looking at her. When the rehearsals were over, I was standing outside with some of my friends, and when she got out, looked at me and waved her hand, I was again too dazzled to wave back. Don't get me wrong I didn't quite fall in love, but she definitely occupied a bit more part of my mind now than she previously did.

Then came 2020 and the infamous lockdown started. She had changed quite a bit after a bad breakup with Rahul. She became quieter and more shy. I came to know this only because one of her friends informed me that she had stopped talking with everyone, as we regularly used to have video chats and she seemed excited every time we talked. I didn't ask her anything as I felt that she would talk to me about it only if and when she was ready and I didn't want to push it.

A year passed and we were in the 11th grade. Our schools opened for a short while and we again had a cultural programme. Rahul and Rishika both participated as vocalists along with me. But Rishika seemed to have moved on from Rahul and we all managed to make the programme a success. By that time, it also became known that Rahul and Srijita, another girl from our school, were in a relationship for quite some time.

During that year, we grew even closer. We used to sit together everyday at school, talk almost everyday and study together. We even joined the same tuition classes in the last two years of our school.

"You're coming to school on Saraswati Puja, right?" she said. We spent the day together, walking to a nearby shopping mall and just roaming there and the song 'Nothing's Gonna Change My Love for You' was playing there in the background. If you ask me when was the exact moment I developed my feelings for her, I probably wouldn't be able to give you an answer. It was as though we grew closer and closer with every passing day.

One day, while returning from a tuition class, we were to cross a road. After I subconsciously extended my hands, she held them tightly as we crossed the road. I didn't want that moment to end. I didn't want to let go.

Everything was nice for a while. Although we weren't in a relationship in the sense everybody thinks of that word, we were clearly not 'just friends' any more. But alas! Everything comes to an end, and so do the good times.

It was just a normal day for us, chatting and laughing together. After the first period, our class teacher called me out of the class while leaving. I followed her to some distance outside our classroom where she said to me, "I know you are a very good student and a better person, that's why I am telling you this. There's been some rumours about you and Rishika. I know that you are very good friends. But you should be a bit careful as people like to tarnish the name of the nice ones."

I felt my entire face becoming warm. I held back some tears too and said, "Sure, Ma'am, thank you for letting me know about this." I smiled and left. I couldn't speak to Rishika for the day and only answered in 'yes' or 'no' to her "Hey, are you alright?" After I came back home, I told her the entire conversation I had with our teacher. She didn't seem to react much. But this was the first time in months that she cut our conversation short and said, "Hey, I have some other things to attend to… Talk to you later?"

The next morning, it was evident from her face that she had cried… a lot. She took a glance at me, smiled slowly which immediately faded, and went to the last bench when I was seated at the first bench. I couldn't quite understand why the both of us were so upset. We were still in the same class and could talk to each other at all times outside school. Was it maybe because she thought I considered her just as a "good friend" when I told her what our class teacher thought of our relationship? However, there was no denying that she was sad for quite a number of days.

Some months passed during which our video chats and even talking in general became less frequent. Although we used to go to the same tuition classes, she didn't sit beside me

anymore. We grew distant. I came to know from one of my other classmates that she became a part of a friends' group they created which included Rahul. They always used to sit at the last bench of our class and sometimes go on nearby trips together. Sometimes I could hear Rishika's laugh coming from the last bench and I would be reminded of the days when we used to talk everyday.

A month before our Class 12 exam, she called me up and asked me whether we could study for the exams together. At school she was with her friends' group, and even though she was at most 5 feet away from me in the tuition classes, it felt like we weren't even in the same room. But in the evenings, we used to discuss concepts and for a week I even helped her revise an entire topic after revising it myself in the mornings.

We took our Board Examination and our long holiday started. We gave different exams and got admission to different universities. We had a few phone call conversations during that time, but it was nothing like before.

Some months passed. My first semester was over while her exams hadn't even started yet. Her friends' group planned a meet and they invited me. With each passing day I longed for the day of the meet more and more, until the day finally came.

We played many games and enjoyed a lot. But when we were all leaving, my heart started to become heavy. She and I got on the same autorickshaw. It was winter and I asked her if she was feeling cold due to the wind. She nodded. So I covered her ear with my hand and asked if it was alright. She nodded again. Although she was very active during the entire day, she didn't speak a single word then. Suddenly she spoke to me, "I'm leaving." I didn't understand. Leaving what? "I'm going to Pune next week." But she was already studying in Kolkata. "I got an offer letter from a good college there. Moreover, I can't keep studying here. It's too much for me." I didn't know what to say. My heart grew heavier and the heart-beats were becoming faster. I was almost ready to tell her about how I felt about her.

We got off and crossed the road. She kept her hands inside the pockets of her jacket the entire time. We were waiting for her bus as I could feel the water ready to drop from my eyes. I had to tell her. She turned to me, “There’s my bus… Alright then… Goodbye… Take care.” I couldn’t speak lest she should see the tears. I just nodded as she left. I realised that this was my last chance if I ever wanted to say anything. But it was too late. The bus had already left and she was gone. There I stood in the middle of the road, knowing I had just lost her for good. I turned back and took a bus to go back home. I couldn’t think of anything else. I somehow climbed up the stairs and broke into tears as soon as I stepped inside my house. I still didn’t know why I had lost her in the first place a year back. But somehow, maybe I always knew that it was never meant to last.

কেউ দরজা খোলেনি

প্রীতম বৈদ্য

আমি মৃত্যুর গন্ধ পাই। আমার কাছাকাছি কেউ এলেই আমি বুঝতে পারি তার আয়ু আর কত! এক্সাক্ট বলতে পারি না, একটা রেঞ্জ মতন হয়। মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি, অনেকটা অ্যালকোহলের মতন। কারো আয়ু যদি এখন পঞ্চাশ বছরের বেশি হয় তবে কোনো গন্ধ পাই না। তার চেয়ে কম হলে হালকা ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়। তখন খুব একটা খারাপ লাগে না।কুড়ি তিরিশ বছরের মধ্যে হলে সেই গন্ধটা ভালো। তার থেকে কম হলে কড়া হয়ে যায়, খুব বুড়ো লোকেদের কাছাকাছি যেতে আমার বেশ কষ্ট হয়। মৃত্যু যত কাছে আসে, গন্ধ তত উগ্র হতে শুরু করে, তখন কেমন গা গোলায়। কবে থেকে এটা শুরু হয়েছে তা বলতে পারি না। ছোটবেলায় ঠাম্মার সাথেই বেশির ভাগ সময় থাকতাম।বলতে গেলে সবসময়ই কমবেশি গন্ধ পেতাম।আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম এইটা বোধহয় সবাই পায়। তেমনটা না। ক্লাস ফোরেতে আমাদের সাথে পড়ত মিতু। ওকে বলেছিলাম এই গন্ধের কথাটা। একমাত্র ওই গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বাস করেছিল আমার কথা। সেদিনই গন্ধটা বেড়ে গেলো হঠাৎ। আমরা পাড়ার মাঠে খেলা করছিলাম। তীব্র গন্ধে আমার কেমন মাথা ঘুরতে লাগলো আচমকা। আমি ওকে বললাম যে আমি বাড়ি যাচ্ছি, এখানে হয়তো কেউ খুব শিগগির... ও ভয় পেয়ে গেলো। বোধ হয় তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়ার জন্যই ক্লাবের পিছন দিক দিয়ে যেতে গেছিল। ওখানে যে বাথরুমের জন্য কুয়ো খুঁড়ে আলগা করা আছে কে জানতো! গন্ধটা কমে গেলো হঠাৎ করে। আমার নিজেকেই কেমন একটা দায়ী বলে মনে হয়। তারপর থেকে আর কাউকেই বলি না গন্ধের কথাটা।

আজকে বাড়িতে আমি একাই। মা বাবা বড় দিদাকে দেখতে গেছে।আমি যাইনি, জানি খুব তীব্র গন্ধ পাবো। খাবারের জন্য চিন্তা নেই, অর্ডার করে দিয়েছি। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। চ্যানেল চেঞ্জ করতে করতে হঠাৎ চোখে পড়ল খবরটা। "রাজপুর অঞ্চলে পলাতক মানসিক ভারসাম্যহীন ঘাতক। এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্তত চারজনকে ইতিমধ্যে গুরুতর আহত করেছে এই যুবক..." বাকিটা শোনা হলো না আমার। ভীষণ পরিচিত তীব্র গন্ধটা ভেসে এলো নাকে। মৃত্যুর কড়া মিষ্টি গন্ধ। প্রথমটায় আমি বুঝে উঠতে পারিনি। ঘটনার আকস্মিকতায় আমার ব্রেন যেন থমকে গেছিল। তারপরই আমায় ঘিরে ধরলো ভয়, বিভৎস বুকচাপা একটা ভয়। আমার হাত পা যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। সত্যি কি আমার মৃত্যু আসছে! হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজ পেলাম। মা বাবা ফিরল বোধহয়! ছুটে গেলাম দরজার কাছে। হয়তো খুলেই ফেলতাম, হঠাৎ কি মনে হতে আই হোলে চোখ রাখলাম। না ওরা কেউ না,কালো রেনকোট পরা কেউ একজন। গন্ধটা তীব্র হচ্ছে। আমি ভয়ে বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। আমি জানি, আমি বুঝতে পারছি, নিজের মৃত্যুর গন্ধ কেমন! কলিং বেলটা এখনও বাজছে, একটানা নয়, থেমে থেমে। কেউ ফোন করছে আমায়। বদ্ধ জায়গায় গন্ধটা যেন আমায় ফুসফুস ভর্তি করে দিচ্ছে। গা গোলাচ্ছে, মাথা ঘুরছে।আমি মরে যাবো!

"হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, রাজপুরের ওই কেসটার জন্য ফোন করেছিলাম।হ্যাঁ স্যার, বডি ফ্যামিলিকে হ্যান্ড ওভার করে দেওয়া হয়েছে।স্যার ঘটনা হচ্ছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী অ্যাস্ফিক্সিয়া, অথচ ফুসফুসে জল পাওয়া যায়নি। না, স্যার, বডিটা বাথরুমে চৌবাচ্চার মধ্যেই পাওয়া গেছিল। শুধু ছেলেটার মা বাবা না, আরো প্রত্যক্ষদর্শী আছে। ছেলে দরজা খুলছে না দেখে... হ্যাঁ, স্যার ওরাই দরজা ভেঙে... ও হ্যাঁ, আর স্যার এক ডেলিভারি বয় এরও বয়ান পেয়েছি। খাবারের অর্ডারের ডেলিভারি দিতে এসেছিল। অনেকক্ষণ ধরে কলিং বেল বাজালেও, কেউ দরজা খোলেনি..."

Smiles, Souls, and Flags

Arjo Dasgupta

“We are here to help you be your own best version!” - The bright eyes on the faces look down from the brightly-coloured posters on the wall of the Motivation and Self-Actualisation Center. The eyes can see through to the soft underbelly of my guilt, they seem vaguely attracted to the little guilt I haven't rid myself of. I look away.

“You'll need to keep coming back a few times before you get your appointment, I'm afraid.” Despite the smiley-faced t-shirt, the attendant manages to look officious, much to my relief. “We're terribly short-staffed”, she goes on, “What with all the cuts...”

“I'm not here by choice you know...”, I offer, but she glares back, “You think I am!? They sent me here for two months of training. It's been two years and all I do is smile at people and tell them to love themselves.”

The floor is paved in neatly cut tiles. My feet trace out a pleasant little pattern while keeping my gait smooth and rhythmic. I go on in this way, until I notice I have been getting some odd stares. Better not attract too much attention. It has been a month since it was first brought to my notice that I wasn’t being myself. It started with the friendly, and doubtless well-meaning, pats on the back - “Get away from it all for a while”, “Well at least you’ve got yourself by your side.”, “Come now, be a man for once!”, “Gosh, you look like a ghost!”

Matters came to a head when I didn’t take part in the celebrations of the resurgence. This was a moment above politics, they told me, a moment that was supposed to bring about an authentic response of happiness, a springing up of joy in my authentic soul. It didn’t, and there you have it – to the Motivation and Self-Actualisation Center I was sent.

Quite a damning accusation, not being oneself. “Above all to thine own self be true”, I thought to myself. It’s quite compelling, almost a tautology, yet not quite... Suddenly I caught myself humming an old familiar strain:

“Alle Menschen werden Brüder
Wo dein sanfter Flügel weilt.”

In a language that was not mine, I felt myself melting away, I felt my self melting away. I was nothing but the music that reaches my ears, the words on pages and the images on screens, the people I have loved and those I continue to love. And those people are so many other things. So many other things, but not themselves.

*All men become brothers, where your gentle wing flutters. (- Schiller/Beethoven, Ode to Joy)

অচিন পাখি

ঋতপ্রিয় প্রধান

মহালয়া। ভোর নয়, সকাল। পুজোর আড়ম্বর, উৎসাহ, এমনকি আজকের ভোর দেখার ইচ্ছেটুকুও ঘুমের অতলে তলিয়ে গিয়েছে কবে। এখন শুধু নিদ্রা আর রাত্রি! কালো আর কালো!

এসব সত্ত্বেও প্রভাত রবির স্নেহমাখা রৌদ্রকিরণ কই অবহেলা করে না তো আমায়! চোখে মুখে বুলিয়ে যায় উষ্ণ কোমল হাত। কিন্তু ওই... যায় সে চলে!

চোখে আমার সারা রাতের ধুলো! ঠাহর হয়না কিছুই। রবির কিরণ মন্ত্রণা দেয় জলের কাছে যেতে। মুখ হাত ধুয়ে কাজে নামার পালা! পরীক্ষা। শুধু আজ নয়, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। নিঃশব্দে নিত্য কেবল পরীক্ষা দেয় জীব। কেনো দেয়? বাঁচবে বলে দেয়? নাকি দেওয়ার লোভে বাঁচে? কী জানি! সে যাক, পরীক্ষা আজ আমার। ঘুমের বাঁধন ফেলে যেতেই হবে জলের কাছে। জীবনের কাছে। নির্জীব সেথা প্রাণের খোঁজে যায় (পায় কই?)।

গেলুম। জলের কাছে যাওয়া গেলো। চোখের ধুলো ধুয়ে ফেলে, অল্প, দৃষ্টি পেতে। একি! আবছা চোখে ঝাপসা ভাবে দেখি – এইটুকুনি ছোট্ট একটা ঘুঘু! দাঁড়িয়ে আছে নীরব হয়ে। উড়েও যায়না, কাছেও আসেনা। ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে আমায়। ভয় পায়না ও? নাকি দুচোখ জোড়া ভয়ের কালো ছাপ? কি জানি ! ঝাপসা চোখে ঠাহর হয়না কিছু। কথা বলিনা ওর সাথে আমি। জলের সাথে আলাপ সেরে ফিরি।

"কেনো, পিরিতি বাড়াইলারে বন্ধু,
ছেড়ে যাইবা যদি?!"

হায়! খবর আসে ডানা পড়েছে কাটা! যেতেই হয় ওর কাছে। নিষ্পাপ ওই প্রাণ, কাতর বুঝি ব্যথায়। যেতেই হয় যে কাছে। মায়া বেড়েছে। তবে চোখে এবার চশমা। দৃষ্টি পরিষ্কার। কিন্তু তাতে কি? এবার যে প্রশ্রয় বেশি! কাছে যেতেই ঠাহর হয়, ভয় পেয়েছে আমায়। ছোট্ট ছোট্ট চোখের ভেতর এত্ত বড় ভয়। কাছে যেতেই উড়ে যেতে চায়। অবুঝ, চার দেওয়ালের গণ্ডি ছেড়ে, উড়বি কোথায় শুনি? পারেনা সে উড়তে, এদিক সেদিক ঠোকা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে।
অবশেষে এলো সে হাতের নাগালে। রুক্ষ হাতের আলতো মুঠোয়, বন্দী করি তাকে। ভয় পেয়েছে খুব। "কী হয়েছে? ভয় পেয় না তুমি"।
হাতের ছোঁয়ায় শোনার চেষ্টা করি তার হৃদয়-স্পন্দন। কেবল বুঝি, ভয় পেয়েছে খুব। তা হোক, একটু সময় নিক। চিনুক আর একটু। স্নেহ ভোরে আনি তাকে, আমার ঘরে। যেখানে আমার চলা ফেরা রোজ।

কাছে টেনে দেখি, কোথায় আছে ক্ষত। নাহ্, মিথ্যে কথা। ডানা জোড়া পোক্ত আছে বেশ। ডানার তলায় গিয়েছে স্রেফ ছড়ে। ও কিছু না, যন্ত্র-পাথার বিবেকহীন ডানার আঘাতে যা হয়। না, ফেলে রাখার নয়। সযত্নে, প্রতিষেধক দিয়ে ধুয়ে মুছে দেব তোর ক্ষত। যদি আমি না পারি পরীক্ষার জন্যে, তবে ব্যবস্থা করে যাবো। সারিয়ে তুলব তোকে। বিশ্বাস কর!

রেখে তাকে হাতের মুঠোয়, দেখাই এদিক সেদিক। বুলিয়ে দিই শুষ্ক হাতের রুক্ষ কোমল ছোঁয়া। ঠিক যেমন রবির কিরণ আদর করে ডাকে। তেমনি করে আদর করি ওকে। ধীরতা, যত্ন, প্রত্যয় মোর, আকাশ ছুঁতে চায় (হায়! আকাশ কী ছোঁয়া যায়?!) মনে ভাবি,
"আমার যদি থাকতো তেমন জোর,
হাতের ছোঁয়ায় ঘুচিয়ে দিতেম সকল ভয় রে তোর!"
হৃদ স্পন্দন আসলো দেখি কমে, ভরসা হলো, চিনেছে বুঝি এবার। বুঝেছে মোর মতলব খান নেহাত মন্দ নয়। ধীরে তাকে নামিয়ে দিয়ে বলি, "থাকো তুমি এইখানে, ভয় নাই কোনো"। পাশ দিয়ে তার লোকের আনাগোনা, কেউ তো তাকে করেনি তিরস্কার! দিব্যি ছিল নিজের মত বসে।

ততক্ষনে ডাক দিয়েছি আমি, একটি খাঁচা যদি পাই ... ওতে আগে কোকো বিড়াল ছিল, পলাতক সে, হপ্তা খানেক হবে। এখন খাঁচা অমনি ফাঁকা পড়ে। ঘুঘু আমার থাকুক কদিন ওতে, তাকে আমার সারিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু তারে রাখবো না তো বেঁধে, উড়বে সে, ঠিক যেমন করে ওড়ে। কিন্তু, ওর ক্ষতটুকু না যদি দিই সেরে, ক্ষত হয়তো আরো বড় হবে। তাই তো খাঁচার আমদানি। আর তো কিছু নয়।

খাঁচা আসে। আমি আমার পুরোনো বিশ্বাসে, ধরতে গেলাম আবার আমার ঘুঘু। হায়, কোথায় ভরসা? আবার উড়ল সে। অবুঝ আমার মন, হাসলো সরল হাসি। "উড়বি কোথায়? চারিদিক যে বাঁধা!" বসলো গিয়ে জানলার ঠিক ধারে। জানলা বন্ধ, ছিল না মোর ভয়। আবার গেলুম ধরতে, উড়ে গেলো অন্য জানলা 'পরে। না পায় বেরোতে না পায় ঢুকতে! হাসতে হাসতে আবার বাড়াই হাত, এবার লাগে ভয়! ঘুঘু দেখি, শান্ত বেগে একটু একটু করে, এগিয়ে যাচ্ছে জানলার ফাঁক দিয়ে। চঞ্চল না, শান্ত গতির, ঘুঘু। বুঝি আমার সকল প্রয়াস, পরিহাস না করে, ধীরে ধীরে ছাড়লো সে মোর ঘর। ধরতে যেতেই উড়ে ঘুঘু, পালিয়ে গেলো দূরে। ফিরবে না সে আর। চাইবে না আর সেবার অঙ্গীকার।
বন্ধুকে বললাম, "উড়ে গেলো ! ওড়ার দোহাই দিয়ে চলে গেলো । আমিও তো উড়তে দিতুম বল ? রাখতাম না তো খাঁচায় বন্ধ করে । বুঝলো না সে আমার মতলব ? রইলো না মোর কাছে ? ভরসা নেই আমার 'পরে তার ? এমনি করে সবাই পালায় কেনো ?"

বন্ধু বলে, "ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখনি । এমন কত ঘুঘু এলো গেলো, কত মানুষ এলো গেলো, কে তার হিসেব রাখে ? কী হবে সব রেখে ?"

বললাম, "সেই, শুধু আমি থাকে । শুধু আমিই" ।।

ESSAYS

অপু বনাম সিদ্ধার্থ

কৌস্তভ চক্রবর্তী

নব্য বাস্তববাদ প্রভাবিত ' পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে আধুনিক সভ্যতার মান্য সংজ্ঞাকে প্রশ্ন করা ' আগন্তুক' অবধি সত্যজিত রায়ের সিনেমার বক্তব্য তাঁর সমকালীন দুনিয়ার প্রতি মূল্যায়ণকেই নির্দেশ করে। মা ও ছেলের সম্পর্ক - যে সম্পর্ক নিয়ে আবেগের আতিশয্য উপমহাদেশে গৃহীত একটা প্রবণতা, সেই প্রবণতাকে আধুনিকতার মাইক্রোস্কোপে নিরীক্ষণ করে এমন এক দাঁড়িপাল্লা বিহীন দৃশ্যায়ন আমরা দেখতে পাই ' অপরাজিত' (১৯৫৬) তে। আবার 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৭০) তে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে অষ্টেপিষ্টে বেঁধে থাকা কলকাতার এক যুবকের নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক দুর্নীতির বৈধকরণে নাকানি চোবানি খাওয়ার ছবি আমরা দেখি। এই দুই ছবির প্রধান সুর শিল্পীর বাস্তব সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দুই turning point কে একরকম ভাবে তুলে ধরে।

পিতৃহারা কিশোর অপূর্ব কুমার রায় ভাবময় , স্বপ্নদর্শী, উচ্চচর্চা অভিলাষী। পঞ্চাশের দশকে যখন Nehruvian Socialism এর আদর্শে এক আধুনিক ভারতের জয়যাত্রা শুরু হচ্ছে তখন ‘ পুরুতের ছেলে পুরুত হবে’ এই প্রাচীন সমতলীয় সংস্কার একজন বিজ্ঞান উৎসাহী কিশোর আর মেনে নিতে পারছে না। প্রান্তিক গ্রামে লন্ঠনের টিমটিমে আলোয় তার চোখ পরীক্ষায় প্রাইজ পাওয়া গ্লোবের দিকে। মনসাপোতার জীবন এবং সেই জীবনকে আঁকড়ে ধরে রাখা মা তাকে অষ্টেপিষ্টে বেঁধে রাখতে পারেনা। তার মনে শহরের অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে কোন সংশয় নেই। সে কলকাতায় পড়তে চলে আসে। পটুয়াটোলা লেনের অখিল বাবুর প্রেস এখানে গুটেনবার্গ গ্যালাক্সি, যেখানে তার ঘরে ‘ বৈদ্যুতিক আলো আছে '। সত্যজিত রায় পরিষ্কার দেখাচ্ছেন যে নতুন ভারতের ভিত্তি বিজ্ঞান। রেনেসাঁ প্রভাবিত একজন আধুনিক মানুষ সেই নতুন ভারতে দরিদ্র হলেও জীবনবিমুখ নয়, জীবনের সবকিছুকে যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন করে বাঁচতে চায়। সংবেদনশীল অপু মায়ের প্রতি অবহেলায় কখনো অপরাধবোধে ভুগলে ছুটিতে এসে বড় জোর একদিন অতিরিক্ত গ্রামে থাকতে পারে, তার বেশী নয়। ভিক্টোরিয়ার ঘড়ির ঢং ঢং শব্দে কলকাতায় অপুর সময় দ্রুত এগোচ্ছে। অন্যদিকে গ্রামে অপুর স্মৃতি ঘিরে ঘুরপাক খাওয়া সর্বজয়ার সময় যেন কাটছেই না। গণেশ পূজায় ছুটি আছে কিনা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে ছেলে ‘ দুটো টাকা পাঠিয়ে’ তাকে ‘ম্যানেজ করে’ নেয়। সমাপ্তির প্রতি সূচনার, বার্ধক্যের প্রতি যৌবনের, স্থবিরতার প্রতি গতির যে চিরকালীন উদাসীনতা, তাতে ঠোকর খেয়ে ফিরে আসে অবলম্বনহীন সর্বজয়ার যাবতীয় আকাঙ্খা । মায়ের প্রতি আবেগের সামাজিক দায়বদ্ধতায় অনাসক্ত পরিচালক সত্যজিত রায় একের পর এক দৃশ্যে রচনা করে চলেন সভ্যতার এই একমুখী গতি। মায়ের মৃত্যুর পরে শিকড় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অপু পরাজিত হয়ে অতীতের স্মৃতি আঁকড়ে গ্রামে থেকে যায়না, কারণ শহরে সামনেই তার পরীক্ষা। আধুনিক শিক্ষাই তার শিকড়, সে অপরাজিত হয়ে কলকাতায় ফিরে আসে। এথেকেই স্পষ্ট হয় আধুনিক ভারত সম্পর্কে সত্যজিত রায় কতটা আশাবাদী।

১৯৭০ সালে কলকাতা একেবারে অন্যরকম। স্বাধীনতার তেইশ বছর পরে ভারতীয় গণতন্ত্রের ফাঁক-ফোঁকর ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। উদ্বাস্তু সমস্যা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ , নকশাল আন্দোলন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় একধরনের সঙ্কটের দৃশ্য তৈরি করছে। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র প্রধান চরিত্র সিদ্ধার্থ চৌধুরী পিতৃবিয়োগ এর পর ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে বাধ্য হয়ে চাকরি খুঁজছে যাতে সে তার ভাষায় "copier in the bureaucratic machine" হয়ে সংসারের হাল ধরতে পারে। গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত কলকাতায় সে অপুর মতো স্বপ্নদর্শী নয়; বরঞ্চ রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি, পারিবারিক অশান্তি, বন্ধুদের নৈতিক অবনমনের অভিজ্ঞতার ঘেরাটোপে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত এক যুবক। যেই কলকাতা সম্পর্কে তার মূল্যায়ন "life, rotten life, but still life", সেই কলকাতা ছেড়ে সে 'পাইয়ে দেওয়া' চাকরি নিয়ে বাইরে যেতে নারাজ। অপুর মতো এক আধুনিক ভারতীয় নাগরিকের মানসিক অবস্থান থেকে সিদ্ধার্থ এতোটাই দূরে যে চাকরির ইন্টার্ভিউতে তাকে " স্বাধীনতার সময় প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?" জিজ্ঞেস করলে সে বিভ্রান্ত হয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করে যে "কার স্বাধীনতা?" , ইন্দিরা গান্ধির বাজেট পরিবেশন দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পরে যেহেতু তার কাছে দেশের এসব মেকি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একেবারে গুরুত্বহীন ও আদতে মিথ্যাচারের সামিল । কিন্তু সিদ্ধার্থ বার্ট্রান্ড রাসেল পড়া এক শিক্ষিত যুবক, আয়নায় ক্ষণিকের জন্যেও সে নিজের চেহারায় চে গুয়েভারার প্রতিফলন দেখতে পায়, তার অবচেতনে যুক্তিবাদ ও পৃথিবীর প্রবাহমান ঘটনাবলির দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ গুলিয়ে যায়নি, তাই ষাটের দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে কোনো কূটনৈতিক উত্তরে না গিয়ে সে অকপটে বলে নীল আর্মস্ট্রয়ের চাঁদে নামার থেকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের যুদ্ধ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। করণ প্রযুক্তির ঘটমান উন্নতিতে প্রথমটি অনিবার্য, কিন্তু খালি হাতে লড়াই করা চাষিদের হাতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় যুদ্ধবাজ দেশের সামরিক পরাজয় সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। এখানেই সিদ্ধার্থ চৌধুরীর অবস্থান বিজ্ঞান উৎসাহী অপূর্ব কুমার রায়ের চেয়ে অন্যরকম।

পরিবারের থেকে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণ ও অভিমুখও অপু ও সিদ্ধার্থের একেবারে অন্যরকম। অপু যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান ও গতিময় নগরজীবনের প্রতি ভীষণ আকৃষ্ট হয়ে সচেতনভাবে সংস্কারগ্রস্থ প্রাচীন গ্রামীণ ভারতে থেকে যাওয়া সর্বজয়ার থেকে দূরে চলে যায়, সেখানে সিদ্ধার্থ দেখে যে তার আদরের বোন আর ভাই তাদের নিজস্ব চাওয়া-পাওয়ার ভিন্নতার জন্য সিদ্ধার্থ এবং তাদের পরিবারের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকি অবস্থান থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছে। সিদ্ধার্থ যে আদতে একজন 'thinker', কিন্তু 'doer' নয় এই মন্তব্য শোনার পরে সে নিজেই দেখতে পায় যে তার ভাই নির্দ্বিধায় বিপ্লবের রাস্তা নিয়েছে তার নিজেরই দেওয়া চে গুয়েভারার বই পড়ে। বাড়ির একমাত্র উপার্জনকারী তার বোন চাকরিতে উন্নতির জন্য বসের সাথে বিবাহবহির্ভূত অনৈতিক সম্পর্ক রাখতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্থ নয়, উপরন্তু একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মডেল। অপু যেখানে উৎসাহে উদ্দীপনায় শহরে ছুটে চলা এক যুবক, সিদ্ধার্থ সেখানে সত্তরের কলকাতার পঙ্কিল আবর্তে পরে ছটফট করা যুবক।

শেষের দিকে, সিদ্ধার্থ তার নিষ্ক্রিয়তা থেকে বেরিয়ে আসে। ঝাপসা, অস্বস্তিকর বারান্দায় তরুণরা ভিড় করে, চাকরির ইন্টার্ভিউয়ের অপেক্ষায়। গরম প্রায় সহ্যাতীত, যথেষ্ট বসার জায়গা, বাতাস চলাচল

নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা উদ্বিগ্ন প্রার্থীদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সিদ্ধার্থর সবাইকে হঠাৎ জীবনহীন, কঙ্কালের মতো মনে হয়। শীঘ্রই তার ধৈর্য্য শেষ হয়ে যায় - আর এখন, সে প্রতিবাদ থেকে পিছিয়ে যায় না। রাজনৈতিক ব্যাবস্থার প্রতি দীর্ঘদিনের পুরোনো রোষ ও ব্যাক্তিগত ক্রোধের জ্বালায় ফেটে পড়ে, সিদ্ধার্থ সাক্ষাৎকারকক্ষে ঝড়ের বেগে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে, "আমরা কি জানোয়ার?" একটি টেবিল উল্টে ফেলে এবং জানালার দিকে একটি চেয়ার ছুঁড়ে ফেলে। সত্যজিত রায় অসামান্য শৈল্পিক নিপুণতায় দেখান, সিদ্ধার্থ জোরে দেওয়ালের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আর দেওয়ালে লেখা রাজনৈতিক ভাষ্য ক্রমশ পালটে যাচ্ছে। শেষে সিদ্ধার্থ আজন্ম সম্পর্কের কিন্তু মানসিকভাবে দূর হয়ে যাওয়া ভাই-বোন এবং সম্প্রতি পরিচিত হওয়া কিন্তু কাছের বান্ধবীর থেকে অনেক দূরে কলকাতা ছেড়ে বালুরঘাট চলে যায়। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে পরাজিত হয়ে শহর ছেড়ে মফঃস্বল চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে ‘অপরাজিত’র গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার সভ্যতার স্বাভাবিক সরলরৈখিক অভিমুখের একেবারে উলটো।

এটা স্পষ্ট যে বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে নিষ্ক্রিয়ভাবে মিশে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক উদাসীনতা সিদ্ধার্থের নেই ; সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলেই দাসত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে না। একটি দুর্নীতিগ্রস্ত, ভোগবাদী, নৈতিকভাবে অসচেতন সমাজের ধাপগুলি উতরানোর জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলগত ধূর্ততা তার এক চুলও নেই। সিদ্ধার্থ বিদ্যমান ব্যবস্থায় গভীরভাবে বিপর্যস্ত, তবে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও রাজনীতিতে, বিশেষ করে বিপ্লবে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়ার মতো একজন ব্যক্তি নয়। নিঃসন্দেহে, সিদ্ধার্থ দ্বিধান্বিত, নিশ্চিত নয় যে, সে আদতে কোথায় মানায়, যা অপুর আত্মবিশ্বাসী মনোভাবের বিপরীত। ‘ অপরাজিত’ ও 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র নির্মাণশৈলীরও বিশাল পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে।

অপু থেকে সিদ্ধার্থ - এই paradigm shift থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পঞ্চাশের দশক থেকে তৈরি হওয়া উন্নয়নের রূপরেখায় সত্যজিত রায় আর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে পারেননি। বরঞ্চ রাখলে তিনি বর্তমান সময়ে আদৌ আর প্রাসঙ্গিক থাকতেন কিনা সেটাই একটা বড় প্রশ্ন। তাঁর মহত্ব এখানেই যে তিনি সময়ের সাথে বাস্তবতার দ্বারা নিজের চিন্তা ভাবনার চ্যালেঞ্জ থেকে পালিয়ে যাননি। সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন নিজের শিল্প মাধ্যম দিয়েই। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের মানুষ যে স্বপ্ন দেখেছিল সেই স্বপ্নের প্রতিমূর্তি যদি অপূর্ব কুমার রায় হয় তবে সিদ্ধার্থ চৌধুরী পরবর্তী দশকে সেই স্বপ্নভঙ্গের শিকার। সময় একজন সৎ শিল্পীর থেকে যেই সততা দাবি করে, সত্যজিত রায় তা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেন। বার্লিন , সানফ্রানসিসকো, ভেনিসে পুরস্কৃত ‘ অপরাজিত’ ও জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত (পরিচালক হিসেবে) 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সমকালে যতটা প্রশংসিত, বর্তমানেও তা ততোটাই প্রশংসিত ও গুরুত্বপূর্ণ। সত্যজিত রায়ের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ফ্রান্সের বিখ্যাত কান চলচিত্র উৎসব ক্লাসিক সেকশনে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র প্রদর্শন করে তাঁর প্রতি সম্মান জানায়।

আর্থিক উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের শুরুর দিকের কোনো স্বপ্নদর্শী যুবক আর আজকের রাজনৈতিক দিশাহীনতা, নব্য ফ্যাসিবাদের উত্থান ও রেকর্ড বেকারত্বের সময়ের আক্রান্ত কোনও যুবকের দ্বন্দ্ব আমরা কি বর্তমানের কোনও চলচিত্র নির্মাতার কাজে দেখতে পাই? গ্রাম-মফঃস্বল থেকে গ্লোবের জায়াগায় ইন্টারনেট নিয়ে কলকাতায় আসা অনেকেই তো এখন সিস্টেমের দ্বারা প্রতারিত হয়ে ঝাঁ চকচকে শপিং মলের এস্কালেটরে কঙ্কালরুপী 'ভোক্তা'দের নামতে দেখে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদেরকে কি আমরা সেইভাবে বর্তমান সিনেমায় দেখি? কোনো এক সময়ে দাঁড়িয়ে সেই সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন কি সবসময়েই সমান সহজ বা কঠিন ? নাকি সেটা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি বাস্তব, অবাস্তব ও পরাবাস্তবের মিশেলে তৈরি কোনো শিল্প মাধ্যমের অনুশীলনে আদতে একজন জিনিয়াস? দুটো ভিন্ন সময়ে নিজের ভাবনার প্রতি সত্যজিত রায়ের মতো এই আত্মসচেতনভাবে আত্মসমালোচনামূলক অবস্থান কি বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই? নিশ্চয়ই সময় বলবে।

তথ্যসূত্র-

১) ‘ সত্যজিতের কেল্লা ‘ - চন্দ্রিল ভট্টাচার্য (Tata Steel Kolkata Literary Meet, ২০২১)

২) ‘ সত্যজিতের প্রাসঙ্গিকতা’ - সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় (Ananda group of contemporary studies)

৩) ‘Satyajit Ray- The Inner Eye’ - Andrew Robinson (I.B. Tauris & Co Ltd)

৪) ‘The Sharp, Sensitive And Anguished: Revisiting Satyajit Ray’s Masterpiece, Pratidwandi’ - Aishani Misra (Film Companion)

My Testimony to Music

Kanad Bhaumik

"The hills are alive with the sound of music,
With songs they have sung for a thousand years.
The hills fill my heart with the sound of music,
My heart wants to sing ev'ry song it hears."

Oscar Hammerstein II

Many years ago, on March 20, 2016, I wrote an essay on my views on music. I have always been a deeply devout and religious person especially when it comes to music, so be forewarned of my unapologetically divine stance. The essay went as follows:

"Truly, it would be very difficult to suggest a definition for music. It is only that which cannot be expressed otherwise that is worth expressing in music. There are many forms of music. But which is worthy enough to be expressed as good music is that which 'penetrates the ear with facility and quits the memory with difficulty.'

The whole problem can be stated simply by asking, 'Is there a meaning to music?' My answer to that would be 'Yes.' And 'Can you state in so many words what the meaning is?' My answer to that would be, 'No.'

So, what is probably the origin of music, the inner soul, mind and body; the musical instruments made by us, the humans; or is it something else? The fact is that music has been ruling the world since the beginning of the universe, or even probably before that. I wonder, is music just the right notes played at the right time on musical instruments to produce a special effect of unity or continuity, or is it simply the way that the life goes on? The song of the birds, chirping of crickets, hissing of snakes, the rustling of leaves when a breeze blows past them; are they too not the forms of music that mother nature has played for millions of years?

In this context, I suddenly remember a famous story. It has been said by William Congreve, "Music has charms to soothe a savage beast." The story is based on the same saying.

One day, a musician was passing by a forest with his flute. Exhausted with his long journey, he sat down at a place and began to play his flute. Engrossed in his activity, he failed to notice a savage tiger hiding in a bush just beside where he sat down. Hearing the charming and soothing tune of the flute, the creatures of the jungle sat down in a circle near the musician. Sometime later, the tiger too crept up from behind the bush. But to the astonishment of the terrified jungle folk present there, instead of pouncing upon the musician it knelt down and danced to the tune and listened to it with intent.

This is one case where music suggests that it is man-made. But let me cite another example from real life. Before that, I would like to quote another famous quote

said by Sir William Wordsworth which goes, “Dull be he who could pass by a sight so charming.” Now one could think that I am moving a bit off the track. But no, I would want to ask, “Is music only the sound? Can’t it be heard with the eyes besides being seen with the ears?” I guess that one would most probably reply to this in negative, that is, one would argue that a deaf man can’t be a musician. Really? What about Ludwig Van Beethoven then, the disciple of Amadeus Wolfgang Mozart? Was he able to compose masterpieces like *Moonlight Sonata*, the *Pastoral* and the *Emperor Concerto* just by chance, despite being deaf?

Now let me come to my example. Suppose we are going for some very important work and suddenly come across a beautiful place. Now won’t we even stop for a while to gaze upon that scene and enjoy its musical essence, however important the work for which we are going might be? (Non-musical people are always out of the rule.)

Now one may think after reading all this that I am trying to say that man-made music isn’t really music. But what I am really trying to say is that music is a divine creation of God and man is nothing but the abode of God himself. So, it isn’t surprising that man has the capability to make music of his own, let it be vocal or instrumental.

Now let me cite another example to make my point clearer. How did man learn the music from God? The answer is very simple. When man heard the divine music, at first maybe he ignored it (like most ‘out-of-the-rule’ people). But for how long? The God and the creativity within him couldn’t help but enjoy it. The chirping of the birds, the shiver of the leaves while a breeze was blowing and all other objects of nature appealed to him greatly. Eventually he had the desire to make music of his own. And the path that lead him to it was the urge to master it. That is how he made music a trademark of his own by experimenting and creating new forms of music: classical, folk, romantic, popular(or ‘pop’ music), jazz, rock, retro, modern, etc.

Initially, the motive of music was to reach God. As said by legendary sarod maestro Ustad Ali Akbar Khan, “It takes twenty years of relentless, hard practice to satisfy oneself; forty years to satisfy one’s teacher; but to satisfy ‘Him the Almighty’, it needs several births.” This saying does nothing but supports the obvious fact that music needs devotion, practice and love.

However, as time flew by, the definition of music changed and its aim was deviated from God to such things as money and fame. Needless to explain, its outcome was the creation of some form of music whose quality matches its aim. It is not at all surprising to see that the kind of music stated above appeals to only the non-musical people and the truly musical people continue to exempt themselves from enjoying it. The quality of this ‘new’ and ‘modern’ music rather displeases the lovers of true music. But there are roses even among thorns. Some people continue to tread upon the path shown by the original and best music leading to God. But they are very few in number. It causes me extreme regret upon realizing the present scenario of music. But let us not lose hope since we have no reason to be pessimistic in the infinite goodness of God.”

That was in 2016. 8 years have passed and a lot has changed. I have learnt new instruments, met new friends, fallen in love, fallen out of it only to fall in it again. For me, there continues to be an inseparable connection between music and the divine. Over the years, I can attest to the fact that each era of my life's development can be marked by the domination of some specific genres of music and some specific songs which defined who I was, and it continues to be so till this day. I have seen and been many things, and I understand that to live is to learn, and to learn is to explore, for only those who brave the seas and oceans can discover new lands. So in a way, despite my reasonably conservative views, I would like to encourage everyone to try new genres and listen to new songs, in new languages, from different cultures. Music has taught me temperance, has humbled my ego by showing my limitations, has lifted my spirit by showing my capabilities, has given me hope. Music has taught me histories and cultures by exposing me to them, has taught me to appreciate their nuances. Music has brought me connections near and dear, has brought me discipline and the clarity of success. Music, when done right, truly inspires.

I may not be as bright as the Sun to shine upon the world, but I can indeed be the small lamp to light up a room. If all of us strive together for greatness, we can create our own empire of light. And music fills me with the hope for that possibility, much like how the idea of God inspires religious people. Music is my God, and I speak to my God in everything, and I see him answering through the birds, the dogs and cats, the fishes who flock to the bank of the pond when I sit beside them and play my dotara, and to those wonderful people who come and go and share a smoke or two with me. I conclude with a poem I wrote on April 2023.

The Devil went to the sea to write the history of the world,

But there was no water. God had drunk it.

Looking for water, he found oil,

But he died of thirst.

I am content being poor since I can count to only ten,

The rich man counts to a billion but is unhappy with his million,

That's life.

The water which keeps the boat afloat,

Will sink it if given the chance.

Why bother searching for water outside

When the ocean lays within?

Yes, the Devil drowned the thirsty man in oil

While giving only sand to the oil-drillers.

That's life.

God and Devil are the same.

They are names we choose based on our fate, our attitude.

I like those who are silent and I like those who sing,

And from so much walking alone, I like what happens to me.

Everything is perfect and perfection is God.

Who moves stars when I pluck a flower?

I knew about the Devil the night that I said no to the hungry.

I also knew that night that the Devil is God.

I walk alone through life.

I modestly sing without pretending to teach,

Because if the world is round, I don't know what it is to go forward.

Walk and walk, always walking, with no reason but to walk.

I did not come to explain to the world. I just came to play,

I don't want to judge the man. I want to tell him

My condition is life and my way is to sing.

I sing, and tell that life is my way of walking.

One day I met an old man who turned out to be very wise.

I asked him about God, and he showed me a mirror.

I dance to my song and not to the one they play.

I am not freedom. I am the one who provokes it.

If I already know the way, why would I walk to the side?

If I like freedom, why would I live as a slave?

Choose, I always choose,

More than for me, for my brother.

And if I have chosen to be an eagle, it was for love of the worm.

I prefer going on foot to a borrowed horse

For which I would forever remain in debt.

The one who goes lighter always arrives first.

The day I die you will not have to use the scale to measure my deeds.

To awaken a singer, music is enough.

I face my enemy, turn my back on the compliment.

Because the one who accepts a compliment begins to be dominated.

The man caresses a horse to ride it.

Sorry if I went overboard and got moral.

Nobody can give advice. No man is so old.

I get the sun on my shoulder, and the world is yellow.

I like to walk.

But I don't follow the golden path because the safe no longer has mystery.

I like to go with the summer very far, but I must return to my Mother during winter,

And see the Dogs who never forgot me.

And the hugs that my brothers give me

I love them more than I love the Sun and the Darkness.

Le voyage de la vie!

Shamitava Roy

Life has a peculiar way of creating a particular scenario and then turning the tables on it altogether!

While in school, still a little boy, I fell under the impression that the score on a unit test or a class test had an enormous role to play in what one would become in life. I began to feel that those two digits which appeared in red on top of my answer script in a 30 mark exam were absolute in deciding all of me in the next 30 years.

Our school was especially strict about discipline. A toe out of line would land a remark in the diary and the page in our diaries dedicated to such remarks was infamously dreaded. I, in particular, lived in constant fear of this and was somehow even more scared than the other students. Keeping this page of the diary 'clean' became my topmost priority. Parallely, I tried keeping a good record academically as well(in terms of exam scores) and I was mostly successful(though not always).

It is at this phase of life that I realized that your achievements are seldom regarded by the ones around you who tend to accentuate your failures and show them much bigger than they actually might be. After flunking a class test, many would jump to the conclusion that my future in the subject was bleak but then, the reality was that all of us at the time lacked the maturity to comprehend that predicting someone's future is hardly that easy! We said things to each other without thinking much about them. But on looking back now, I feel that those could have been done better. The experiences as a child further accentuate the necessity for one to act in a matured and responsible manner, even with words.

One's words are a powerful weapon, capable of destroying worlds or even helping rebuild them. Your words may not change the world but they might change the world for one person!

I spoke about fear a few lines ago. I spoke of how fear was instilled in my mind to prevent me from going astray. This fear was meant to keep me from flunking exams and to also keep me from inviting trouble for myself. However, it gets problematic when this fear grows. It becomes a problem when this fear surpasses everything else and blinds reason. It becomes a problem if this fear is way too much!

"Fear kills more dreams than failure ever will."

With time, I realized the importance of failures. Each failure is a moment of introspection. Each failure is a mirror to one's face that shows where one stands and how far one is yet to go. A failure is not a matter of shame, it is an opportunity to strengthen one's resolve.

"A smooth sea never made a skilled sailor." --Franklin Roosevelt

Discipline is absolutely important in an institute of learning. So, the fear of getting remarks is justified. However, for someone like me, who feared this above all, things didn't look so great. One cannot live constantly at gunpoint for that would make life suffocating(although I do take pride in a perfect and unblemished disciplinary record spanning 14 long years!).

Pressure can manifest itself in many forms. It can be the pressure of living upto the expectations of one's family members or peers, which includes being at the best of one's behavior always and scoring the best of marks. However, statistically, such a probability is never 100 percent.

And if one looks closely, this scenario where all your friends are perfect people, with the best grades and all, is a myth. And if you feel that you are the least capable in your class, also remember that you too are a part of this class, the same class!

The point intended to be driven home is the following. Don't let the fear of something overwhelm you. Don't let yourself crumble under this pressure. What matters the most is whether you are slightly better today than you were yesterday, it means you are growing! We grow, we learn, we hit a wall(often a dead end), we turn around and find another way, though no path is ever easy.

And yet we keep going. It would be foolish if I said that you would never reach your destination just because you ran into a dead end once! Does one end up nowhere by flunking once?

If this write-up has brought you some fresh air, if it has rejuvenated and refreshed you, then I count myself successful!

Philosophies are Irreducible Language-Games

Pritam Sarkar

Introduction : Language, both as a mode of expression to the innate self, or as a medium of conveying innate fluctuations - have paradoxical positions about what symbols mean and what a meaning symbolizes to. Almost always it appears an ever-proceeding cycle of self-consistent arguments, sometimes full of fallacies - nevertheless it still largely fails to anchor the necessity of **Focal Point** in an effective discourse. Philosophy is not an amusement like a commodity, or a scientific calculation that describes how matter originates. It is the bedrock that has the potential to **generate** all that can ever be consistently discussed within the scope of language and reason - which should be regarded as Philosophy. The purpose of this article is to develop a perspective towards Philosophy, that doesn't depend on the philosophical frame of reference; inspired from the principles in Theoretical Science, in particular Renormalization and Emergence - that attempts to encompass the wide scale of aspects talked within Philosophy to equip ourselves with a framework that only allow unique focal points. The aim is to have frameworks that do not lead to internally consistent fallacies; that pervade modern Philosophy.

Language bears the role of indication of a Subject; the one with will and thus an *innate ambiguity* - unresolvable by any reducible method of investigation. It has prolonged interested Philosophers, Mathematicians and Natural Scientists, how emergence and structure of language may answer many mysteries of human nature. But had the responsibility of analyzing Subjectivity with the lens of language been in the hands of most modern philosophers - we would all be able to fairly entice ourselves with larger repertoire of amusing jargons, with very little new understanding or clarification.

Where is Language? : Mostly a compilation of many notes from Wittgenstein's latest days, found in G.E.M Anscombe's house in Oxford that he shared for almost an year in 1950 is now known as "On Certainty" [Abbr. OC] - which essentially talks about the role of doubt in an assertion, thus questioning the empirical evidence based on the ambiguities of language-games. He starts with G.E.Moore's proof of the External World by "here is one hand" and quickly spots the discrepancies of such a nativist perspective. His iterative propositional approach makes him stand out from the crowd who muds more and stirs less - where only a few like Witgenstein are capable to strike hard on the dispositions with simplest & unambiguous use of language.

But it still remains to understand whether Language is an Innate or External Category. Starting from N. Chomsky's major works, and that of Wittgenstein

- an apparent difference emerges in their views on Language. One can find in [§10-OC]:"..*it is only in use that the proposition has its sense*..", which only takes into account the use-case of language, but acquisition and perception of an expression is quite understandably very different. This is the main aspect of Chomky's views of considering language to be an innate capability - something that explains the biological roots of the ability of using language. But then meaning needs to be uniquely related to the use of a context if we demand complete lack of ambiguity, as we find in [§65-OC] -"*When language-games change, then there is a change in concepts, and with the concepts the meanings of words change*".

In what follows is a brief of my coordinates of philosophical views that tries to simplify the fundamentals of the senses keeping in mind the complex nature of Subjectivity and Society because the anchor is no less important than the engine of a ship, so to steer perfectly - one requires to be able to not only move forward, but also to have a fixed ground.

Scale of Reference : Description of every interacting many-body system varies upon scale, where biology being a strongly interacting one - potentially leading to sharper difference of description upon change of scale. So a theory is a function of scale and by choosing a description I require to choose a scale beforehand. I define this the Scale of Reference upon which a scientific episteme builds, i.e. a "Good" Model of Causation is not independent of the Scale of Reference. Note that this scale is measurable and admits ordering. People have named it Renormalization.
Reducibile : An entity is reducible if there exists a decomposition that reduces it into its quanta, which has a "much" smaller Scale of Reference.
Irreducible : An entity is irreducible if it at most permits decomposition into smaller quanta, but of the same Scale of Reference.
Complexity : The measure of irreducibility of the "whole" into its parts - is the Complexity of the "whole".
Effect : The Real is the manifestation of all the possibilities of outcomes that best satisfies the underlying constraints and symmetries. This includes enormous kinds of interactions that generate richer Effective Emergent objects. These are collective units - i.e. a "whole" which acts as a "unit". So Effect is what manifests.
Reality : Nobody cares, since Kant clarifies why the true nature of anything is not only impossible to obtain, but also irrelevant. We only look for "Good" models and the Effective one best approximation it. To change Scale of Reference, one needs to throw or add more detail which inevitably modifies the effect. Therefore I consider, Reality is

Remormalized or Effective. That's the best logic can bridge the perceived and the actual nature of things; which is already remarkably surprising.
Language-Game : A sequence of senses that removes doubts, and purposefully originated solely to satisfy the sensor. Throughout here I restrict myself to senses that admits at least one representation in language. So obviously sensors here are systems capable of comprehending language, and an example of a sequence of senses is this article. If you still consider this to be nonsense, then altogether it would still remain a sequence of sense.

Using these a new view of Philosophy may be obtained which is simpler, and never claims anything absolute except only the strong dependence of it on Language.

Irreducible Language-Games : The two are not talking about the same aspect of language; capability of using it and the particular use-cases of it are different - as the former is an aspect of the subject, and the latter is that of the object addressed. Now of immediate significance is that, a relevant philosophy doesn't depend on the choice of philosophers, but rather inscribed in every human's ability to reason to put together scattered pieces of fear-causing elements. Nativists like Chomsky have put forward why language has certain *Universality* in their grammars irrespective of their origin, and as the evidence - notice that language is not merely learnt through external experience that empiricists claim. In fact most systems capable of comprehending language are not exposed to the vast range of its corpus, which Chomsky coined as *Poverty of the Stimulus*. So as long as only the innate aspect of language is of concern, the subject remains attached with the expression. Certainty here strongly depends on the state of mind of the subject and choice of the representation, and they cannot be decoupled in any obvious way.

So the problem arises when we require that an expression be true independent of the choice of the subject. Orthogonalizing the assertion of truth from the state of mind requires that we attribute the truth to the use-case, and not to the representation. Now *Consistent idiosyncratic uses of language are essentially Language-Games* about which we find [§370-OC] - "*... The fact that I use the word "hand" and all the other words in my sentence without a second thought, indeed that I should stand before the abyss if I wanted so much as to try doubting their meanings shows that absence of doubt belongs to the essence of the language-game, that the question "How do I know . . ." drags out the language-game, or else does away with it*." No room for doubt largely gives the character of a language-game, which are all about those idiosyncratic uses of language which - not only

"private" group of individuals like *Bourbaki*, or *Letterists and Situationists* from 60's Paris developed, but also every practitioners from Natural Science, Humanities or Philosophy develop everyday - for the suitability of their matter of discussion. Mathematics and Theoretical Science being acts as the fruitful examples of Language-Games. Definitely empirical evidence matters but that comes after internal consistency of the episteme. It is to note that the giants we stand upon have already produced remarkably consistent language-games. Amongst these, I am considering *Reducible Language-Games* to be such a system of logic that in its scaffold contain a much smaller *Language-Game.* An example being, Differential Geometry is a topic that requires definitions from Topology which are Set-Theoretic; which means, *to doubt Differential Geometry is to doubt Set-Theory* but the latter being devoid of doubts due to its propositional character. Therefore Set-Theory thus and Logic, are examples of *Irreducible Language Games,* whereas Differential Geometry is a *reducible Language Game.* **It is the undoubtable set of principles that every doubtable discourse leads to as a limiting fixed point, which I am calling an Irreducible Language Game**.

But here's the most crucial aspect - what is not reducible, depends on the *Scale of Reference* due to complexity beyond obvious quantification; therefore an *Irreducible language-game* may very well turn out *reducible* under suitable change of the *Scale of Reference,* because Reality and Effect in that reference point may have different undoubtable scenarios. This attempt is to emphasize the *absolute absence of any absolute idea*, which philosophers jump up and down in jargons to establish. But when seen simply, these are just logically consistent discourses. Right and Wrong, True or False - is not of any concern regarding what Philosophy is as they are only result of the contexts; but only the structure and emergence of it, is of primary interest to the author.

Conclusion : Emergence of Language and its spontaneous design in the brain maintains scale-free distribution, meaning that its emergence is independent of the choice of the *Scale of Reference* - as argued by A. J. Gallego and R. Orus in their work on *"Language Design as Information Renormalization"* which can be interpreted as that - **the essence in a language-game is effective** - based on the use-cases and classification of what is doubtable and what not. My whole argument is heavily based on this, and P. Anderson's idea of *More is Different* - that into account of the Complexity underlying all these. But more involved and formal arguments are required in establishing this notion thoroughly. In conclusion, the Philosophy that underpins every other discourses, are then Irreducible Language-Games as we also find about assertion of a statement that -
[§82-OC] - "*What counts as an adequate test of a statement, belongs to logic. It belongs to the description of the language-game."*

Podcasting – An Emerging Trend in India

Swapnamoy Ganguly

"*Dharmaṃ jijñāsamānānāṃ pramāṇaṃ paramaṃ śrutiḥ*" (To those who seek the knowledge of the sacred law, the supreme authority is the revelation *Śruti*) – a famous quote found in *Manusmriti (Adhyaya 1, Mantra 132)* underscores the significance of the practice of listening in the ancient Indian religious texts. Indians are natural storytellers who have passed down knowledge through the ages *via* stories. Formal debates and discussions have long been a cherished practice covering religious, philosophical, moral, and doctrinal topics. Engaging or listening to such dialogues and absorbing knowledge through them has been deeply ingrained in Indian society for centuries.

It's not surprising that audio content, such as podcasts and audio stories, has rapidly become one of the most diverse content-driven industries in the country. In an era where various forms of media compete for attention, podcasts have distinguished themselves as a preferred choice for entertainment, journalism, education, and more. Their accessibility *via* the internet allows users to consume information conveniently, making them particularly popular among the younger generation, who value quick access to content. The essence of podcasts lies in acquiring additional knowledge *via* comforting voices while doing mundane, tedious daily tasks. Podcasts have gradually become an alternative to traditional mainstream media, which are often found to be often biased. With a diverse population of over 1.4 billion and a booming digital economy, India has become a promising landscape of creativity and innovation in podcasting.

In the middle of the confined lifestyles during the pandemic, the podcast offered a screen-free option for receiving stories and media. According to KPMG's Media and Entertainment Report 2020, India's podcast consumption increased by 29.3 % in the first year of the pandemic. Audio has been an old favorite of our country, yet the growing popularity of podcasts is quite surprising. Current content strategists focus on creating brief and concise content to suit audiences' decreasing attention spans, resulting in a massive hike in vertical visual content like shorts and reels. Hopefully, people still have longer attention spans in the case of audio medium. Indian audiences were also drawn to the diversity and range of podcast content. From comedy and entertainment to news and politics, there is a podcast for every interest and topic. The intense desire for self-help and inspirational content among listeners may also be responsible for the rise during the pandemic.

Currently, it is estimated that 150 million Indians consume audio streaming, primarily millennials and Gen Z. According to a report by PwC, the Indian podcast market is expected to have a projected growth rate of 34.5%, which can be attributed to several factors, including the increasing popularity of audio content, the rise of internet

penetration, and the availability of affordable smartphones and data plans. Podcasts cover various topics, allowing listeners to choose content tailored to their interests and preferences. This personalized approach enhances the listening experience, enabling users to skip content that doesn't align with their interests. It has become the new-age platform where one can listen to subject matter experts and explore all the aspects of any particular issue. We often encounter steelman arguments between the host and the guest that break the echo chamber built around us and push us to be more centrist. By removing the myopic view, a podcast allows listeners to create opinions regarding a topic after a thorough analysis. While English-language podcasts currently dominate the Indian podcasting landscape, there is a growing demand for content in regional languages. Given India's linguistic diversity, catering to regional language audiences presents significant opportunities for podcast creators.

In the future, we expect a substantial increase in regional language podcasts, addressing a wide range of topics and attracting niche audiences. With its diverse population and rapidly growing digital infrastructure, India presents a promising landscape for the future of podcast production. Given that India is a country of great diversity and that audiences come from places with various languages, there is an excellent opportunity to introduce a lot of cultural and regional content.

NOTES *from our* SESSIONS

On the (Slow) Death of God

Arjo Dasgupta

"There has never been a greater deed; and whoever is born after us - For the sake of this deed he will belong to a higher history than all history hitherto."

These words spoken by the character of the madman in Friedrich Nietzsche's 'The Gay Science' are used to herald the death of God brought about by the secular turn in the societies of 19th Century Europe. The question of the existence of God has been debated for centuries. For us, in an age of technological advancement, it is perhaps quite convenient to say, as Laplace did, that we have no need of the hypothesis of a God in making sense of our experiences.

However, Nietzsche's madman is pointing to something far removed from the questions which our technocratic society is concerned with. It is less a question of empirical fact and more a provocation to think about a violent truth we often find ourselves fleeing from. The death of God brings with it the death of an overarching meaning of life, and of universal morality, and leaves us to confront the morbid reality of our freedom.

Immanuel Kant described the project of the Enlightenment as "Man's emergence from his self-imposed immaturity". The enlightenment aimed to make use of scientific knowledge to achieve the 'disenchantment' of the world, and establish humans as its conquerors. The advent of technological innovations such as the steam engine, coupled with the transformation of the feudal serfs into an industrial working class, provided fertile ground for testing these ideas. The rational self interest of the atomised individual was identified with the greater good of society. The sovereign individual came into being, a subject in complete mastery of the universe of objects that surrounds him.

However, the sovereign individual was soon found to be on shaky ground. Simone de Beauvoir in her 'The Ethics of Ambiguity' wrote of the tension between the ideal of the individual as a pure subject experiencing and manipulating the world, and the fact that the individual is in turn experienced by the collectivity of other individuals as nothing but an object, crushed by the weight of the world. The necessities of a modern industrial economy inevitably lead to the use of humans as a means to an end, namely profit, something that Kant and other proponents of the enlightenment were categorically opposed to.

***

Dostoevsky's famous maxim "If God does not exist, everything is permitted", is often invoked by religious conservatives to argue for the necessity of God in order to prevent moral decadence. However, it is the very presence of God as a guarantor of meaning that

allows human beings to act according to paths which they can claim are determined by God, assured that any deviations from the moral path can be corrected by the all-powerful God. Once God is dead, humans are confronted by their own freedom, and are at each step reminded that their actions have real, lasting consequences, which cannot be overruled by a God. It is this very freedom which necessitates an ethical system.

In much the same way, the Enlightenment ideal conceives the individual as a pure subject having absolute sovereignty over what surrounds him. By thus placing man as an ideal which is beyond reproach, the secular world also denies the possibility of an ethics. In de Beuavoir's own words "There is an ethics only if there is a problem to solve."

We pride ourselves on living in a permissive society based on technological progress. However, there still loom clouds of unfreedom wherever we look.

Our economic and political systems, with the help of the mass media, allow us comforting illusions of being in control of our lives while keeping us from studying and questioning the basic premises on which our society functions. The social media landscape encourages us to celebrate our own ‘authentic soul’, without the slightest opportunity for reflection. Walter Benjamin’s observation that ‘Fascism sees its salvation in giving the masses not their right, but instead a chance to express themselves’, seems particularly prescient today. We are encouraged to ‘be ourselves’ and give no thought to whatever else we may become by looking past our spontaneous desires and feelings. The death of God is still very much a work in progress.

Subjectivity & The Unconscious

Swagato Saha

Are we then to situate the Enlightenment project, customary as it is, in the terms of 'Certainty', 'Autonomy', 'Rationality', projected onto Descartes's founding principle – *'Cogito ergo sum'*? Consider for example the founding assumptions of neoclassical (mainstream) economics – among them, 'Certainty' reflected in the agent's capacity to exhaustively determine possible outcomes of an exchange prior to action; 'Autonomy' reflected in the agent's positing as a fundamental invariant (a unit) that influences historical shifts in the organization of institutions (e.g., the Free Market); 'Rationality' reflected in the agent's necessarily acting in its best interest. It is unsurprising, therefore, to find in strands of Keynesian and post-Keynesian economics, the introduction of 'correction terms' – 'Uncertainty', 'Non-ergodicity', etc., to reinforce the impression that the 'Subject' – far from being certain in its decision-making, or free from the influence of overarching institutions it operates within, or understanding its interest – is inherently fragile, reduced to an effect of the conditions wherein embodied. [1]

Along similar lines, conflicting strands of post-Cartesianism may be seen as variously supplanting the notion of the 'Subject' through the rigorous deployment of 'correction terms'. The idea being – 'Subject' is a reification that can be ultimately 'explained away' or mechanistically reduced, an arbitrary name assigned to a coarsely defined assembly of 'affects'. Yet, before prematurely parting ways with the 'Cogito', we must nonetheless confront its central paradox – how its very moment of insight betrays the usual Enlightenment persona we confer onto it. For Descartes, what precedes the formation of certain knowledge is an all-devouring hysteria – '*What if my sensations are but illusions conjured by a malevolent demon?*' 'Cogito', as such, is not the site for the mechanical (re-)production of tautologies, nor the mere journalistic reporting of self-evident truths, but a traumatic disruption of perpetual rhythms [2]. Recall (from the first screening of IACS CineSociety) how in 'Truman Show', the moment of 'subjectivity' for the protagonist marks a rupture in the otherwise steady continuity of mental states, material conditions and social relations – as if an excessive part of me resists complete identification with my immediate circumstances. Therefore, in this reading, the accent shifts from 'certain reason' to 'hysterical doubt' as the primary index of subjectivity.

Modernist Aesthetics: 'The Sublime' – In his analysis of a paranoiac judge, Freud effectively draws the conclusion that (if madness is constitutive), then every system of meaning is minimally paranoiac [3]. We have argued thus far, contrary to usual readings,

that the passage from the unreflective state governed by mechanical instincts to abstract, rationalising 'Cogito' is not a steady continuity, but ruptured by the intrusion of 'madness' qua 'hysterical doubt'. This would in turn mean, following Freud, that the subsequent escape to reason and representations – for Descartes, these are primarily the categories and axioms of mathematics – must remain 'minimally paranoiac'. And is not the notion of the 'Sublime' the site of paranoia in modernist aesthetics? What marks its rupture from premodern aesthetics is its aestheticization of that which is conventionally considered grotesque or ugly. Take for instance in film, Kubrick's interpretations of war – despite their anti-war ethos, one nonetheless finds them to be *"so beautiful, like vast lethal ballets."* It is as if, we have general guidelines or 'formal rules' describing what 'Beauty' is; yet, any attempt to follow these rules verbatim, an excessive formalism, that is, produces these paradoxical effects – what was held to be non-aesthetic conventionally is aestheticized. In the domain of music, this translates to the atonalism of late Wagner, Schoenberg, Stravinsky, etc. This rupture between premodern and modern forms is perhaps most exemplarily apparent in William Blake's anthologies [4] – 'Songs of Innocence' & 'Songs of Experience'. While the former is to be seen as adhering to premodern Beauty of the idyllic kind (embodied in the figure of 'The Lamb'), one finds in the latter ('The Tyger') elements of this paranoiac formalism. *"What immortal hand or eye, Could frame thy fearful symmetry?"* What rouses fear, thus, is the occasion of 'symmetry' or 'beauty' precisely where one does not expect it!

While for Descartes, the steady continuity of forms is sustained apropos the figure of a benevolent God qua 'Absolute' – (insofar as God remains non-deceiving are we assured of the propriety of forms) – the 'Sublime' produces a curious problematization of this line of thought. The accent shifts from 'certain reason' to 'hysterical doubt', and the 'Cogito' is no longer to be read in the usual humanist sense. To put it more provocatively, the usual attributions of secular atheism to modern subjectivity clearly fail on account of the 'Cogito's' continuing attachment to the 'Absolute'. Descartes, it appears so to say, does not entirely "cut the cord"; "*Man* (the Subject) *is* (still considered as being) *created in the image of God.*" It was Kant, who in his threefold Critiques, essentially radicalises the Cartesian Subject [2] – it is at the point of failure of the 'Absolute' – such as the disruption of mechanical instincts by hysterical doubt, or paradoxical instances of sublime beauty – that we discover subjectivity. Implied in the 'Cogito' is a compelling version of the 'Death of God'; namely, the idea that God does not fully comprehend his creation, the 'immortal hand' prone to tremorous breaches of accidental order.

The Unconscious: '*Unheimlich*' – Apparently, a great deal of contemporary research suggests our personalities starkly change depending on what language we are speaking [5] – to someone speaking Bangla, I might come off as somewhat reserved, whereas an

English speaker might find be rather outgoing, or vice-versa. Now, this is of course counter-intuitive. Clearly, how outgoing a person is, pertains to his 'inner wealth of persona'; intuitively, it is something contained within him, prior to the intrusion of posteriori symbolisation in the medium of language. In a sense, this may be seen as describing the radical 'structuralist' thesis – *'There is no thought outside of language.'* One should understand 'language' here in the broader sense as encompassing all degrees of signification, even those outside of natural language (English, Bangla, etc.). More generally, what I suppose to be my 'substantial self' is a reified misperception of fundamental 'structures' that determine the coordinates of experienced reality. This then goes against the tradition of 'phenomenology' which insists on the exclusive dimension of 'first-person experience' or 'qualia' – the idea being, 'qualia' can never be cast in a neutral 'third-person form', the contents of my experience can never be adequately symbolised; they are, as it were, always lost in translation. No wonder thus that Husserl's 'phenomenology' is often seen as a reaction to the advances of modern science and positivism, in its singling out subjectivity qua 'first-person experience' as foremost among the unassailable pillars of philosophy. To understand how the (Freudian) 'Unconscious' relates to 'Cogito, therefore, requires we situate the former in this 'Structuralism'/'Phenomenology' axis – in other words, is the 'Unconscious' but another structure that seeks to supplant the 'wealth of persona', or does it prescribe an alternate concept of the 'subject'?

While Freud's early theory of the 'pre-conscious' may still be seen as attempting to 'close the circle' – as if there are abnormalities (outliers) in the subject which require additional positings to be causally renormalised [6] – 'unconscious' of later recapitulates themes of incompleteness. Recall Freud's accounts of the 'Uncanny' ('*unheimlich*' in German) [7] – it begins with a list of dictionary definitions of the word in different languages. Freud here draws attention to the metonymic aspect of language – how words merely refer to other words, and meaning (in the sense of an external referent) is indefinitely postponed. Analogously, one may also consider the process of surfing through research articles in an unfamiliar field – the system of citations dictates we pursue these metonymic deferrals, to be left nonetheless with a lasting paranoia – '*Do I understand its terms?*' (Or, think of situations when repeatedly stuck at a difficult sentence, we tend to lose all sense of words to the point we start questioning our elementary linguistic scope.) The 'Uncanny' denotes this inherent aspect of language (or, more generally, of 'structure'), under which the 'deferral of meaning' becomes the 'assertion of ambiguity' [8].

Apropos Hemingway's prose, William Faulkner is known to have remarked – *"…he has no courage, has never crawled out on a limb. He has never been known to use a word that might cause the reader to check with a dictionary to see if it is properly used…"* Bad blood aside, I believe this provides quite the insight into how thought and language relate to each other, consistent with Freud's problematization of typical Structuralism. Because

‘meaning’ is never adequately defined, as speaking beings, we are never quite ‘at home’ in language. How we relate to language, how we structure speech, remains idiosyncratic at its core (‘*Is this the right name for this object/effect?*’); for there is no meta-level verdict that resolves this ambiguity. However, not only is ‘ambiguity’ an inherent aspect of language, but it is furthermore possible to productively, creatively organise this ambiguity to generate new meaning. Or, as Zizek puts it – “*Language should be tortured to tell the truth. It should be twisted, denaturalized, extended, condensed, cut, and reunited, made to work against itself.*” [9]

“The De-centred Subject” – We thus find in Freud a crucial shift in the topological status of the ‘unconscious’ – from ‘*depth*’ to ‘*ex-timacy*’ [10][11]. It is no longer that the plague of neurotic symptoms (‘exceptions’) in the analysand be excavated to recover a rational core (‘closing the circle’), but ‘exception’ itself is revealed as fundamentally structuring ‘normativity’, (just as ambiguity is inherent to the regular functioning of language). It is then this strange intermingling of inside (‘normativity’) and outside (‘exception’), that Lacan calls ‘ex-timate’ (*ex*-terior, in-*timate*). What does this say about the Subject, though?

The self-doubting ‘cogito’ describes a brutal separation from all positive determinations (content) – *even if all my senses mislead me and belong to an alien structure, all signifiers I common-sensically assume be inadequate and false, what, if at all, do I remain outside of them?* The subject, in this sense, does not appear to itself in a fully transparent way but surrenders every sense of ‘qualia’ to an alien form, to persist then as a ‘formal excess’. In other words, ‘Cogito’ names the gap between ‘first-person’ and ‘third-person’ perspectives. And for Lacan, what prompts the subject’s participation in the social-symbolic order is this primordial loss of a ‘sense of self’ (content) – *‘I do not know who I am, so I search for it in the Other.’* [12]

(**Note:** In a way, the psychoanalytic transformation of the ‘Cogito’ hinges upon the status of ‘ambiguity’/‘formal excess’. Rather than regarding it as an artifice to be ‘explained away’ (in which case, subject is lost to ‘structure’), to what extent is it possible to assert its inherence? Equivalently, to what extent can we insist on ‘self-doubt’ as the founding gesture of subjectivity, primordial to the subsequent continuity of representations that the fully-transparent ‘Cogito’ passes over to? Lacan’s later attempts were largely directed towards a formalism of this ambiguity. How well-directed these efforts were is a matter of much dispute.)

References:

1) Davis, John B., "*Davidson, Non-Ergodicity and Individuals*" (1998). Economics Faculty Research and Publications. 414.

2) Slavoj Žižek, "*Tarrying with The Negative*" (1993), [Chapter: "*...Out of Joint*"].

3) S. Freud, "*Notes upon a Case of Paranoia*", 1–84 (1911).

4) "*Songs of Innocence and Experience*", William Blake (1795).

5) "*Hej, hello, hola: Does your personality change when you speak another language?*", Stockholm University News (February, 2023).

6) Heidegger, M., & Boss, M. (Ed.). (2001). "*Zollikon seminars: Protocols —conversations — letters.*", (F. Mayr & R. Askay, Trans.). Northwestern University Press.

7) S. Freud, "*The "Uncanny'*"" (1919).

8) LacanOnline; lecture-video on "*The Uncanny - Object a and Anxiety in Freud and Lacan*".

9) Slavoj Žižek, "*The Poetic Torture-House of Langua*ge" (2014).

10) Lacan, J., "*The Seminar. Book VII. The Ethics of Psychoanalysis, 1959-60*." Trans. Dennis Porter. London: Routledge, 1992. p. 139.

11) Lacan, J., "*The Seminar. Book VII. The Ethics of Psychoanalysis, 1959-60*." Trans. Dennis Porter. London: Routledge, 1992. p. 71.

12) Lacan, J., "*Logical Time and the Assertion of Anticipated Certainty*" (1945).

Who is a Reader?

Adriraj Talukdar

You have a story or a poem or an essay in front of you and you read it, sinking in deep, you finish it up and exclaim “wow, nice!”. Did you read? How much reading does make you a reader? 50 novels a year? There are people who read so much. They have filled dozens of shelves and terabytes of hard drives — not a bad thing, sure, — but it does not make one reader. Traversing through symbols, letters, words is not reading. Reading is an engagement. A reader’s responsibility is to take part actively — to create a discourse. A discourse is a movement. Along a discourse, notions are negated and reinstated, notions are placed in relation to other notions and in relation to itself — discourse is an internal movement of the Idea — and the idea’s self-development. A reader makes oneself a chariot for the idea. If there is no discourse, there is no reading.